মুল লেখক ড. এম. এ. শ্রীবাস্তব

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ

অনুবাদ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

ড. এম. এ. শ্রীবাস্তব

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ
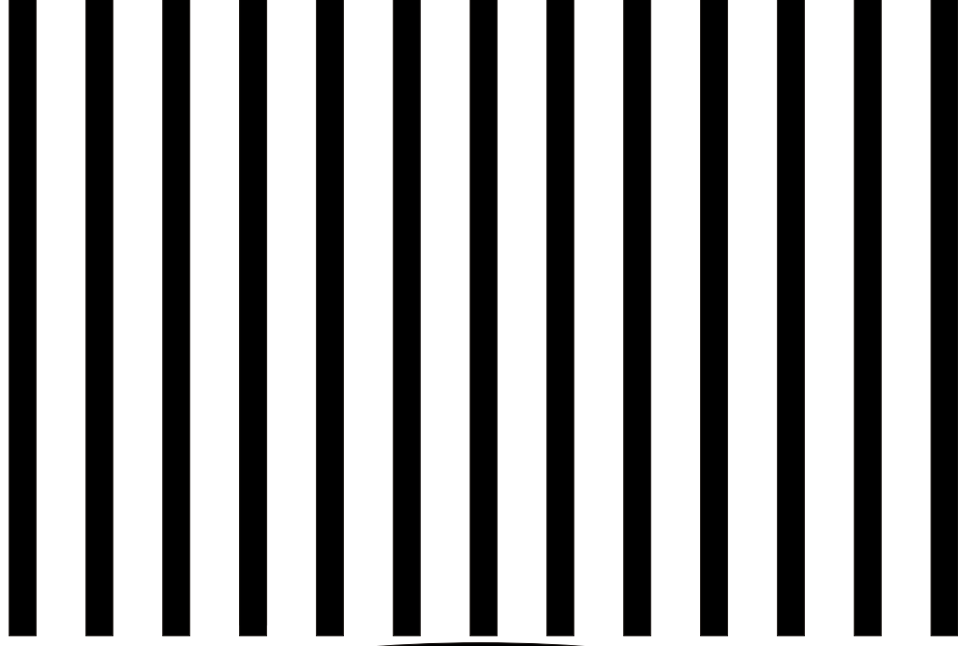
অনুবাদ

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম

জিওগ্রাফী অনার্স, (ফার্স্ট ক্লাস), বি. এড., মহর্ষী দয়ানন্দ ইউনিভার্সিটি, রোহতাক, হরিয়ানা,

:: প্রকাশনায় ::

আইডিয়া প্রকাশনী

Hazrat Muhammad (SAW) Ebong Bhartiya Dharmagrantha

Written Dr. M. A. Srivastava

Translation By Muhammad Abdul Alim

ঃঃপ্রকাশনায় ঃঃ
আইডিয়া প্রকাশনী

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আশিক ইকবাল
ময়ুরেশ্বর, বীরভূম,
মোবাইল ঃ +৯১ ৭৫০১৮৭৯৬৬৮
ই-মেইল ঃ www.iqubal@gmail.com

উৎসর্গ

ফারহা খাতুনের স্মৃতির উদ্দেশ্য

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ ১০ জানুয়ারী ২০১৫ (৪০০ কপি)
First Print: 10st January 2015 (400 Copy)
Compose and PDF Creater Mohd. Abdul Alim (Auther of this Book)

মূল্য : ৩০/- (ত্রিশ টাকা)

Hazrat Muhammad Ebong Bhartiya Dharmagrantha. Written by Dr. M. A. Srivastava. Translation By Muhammad Abdul Alim. 1st Edition 10st January 2015 Published By Idea Publication, Mayureswar, Birbhum, West Bengal, India, Price Rs : 30/- (Thirty Rupise Only)

সুচীপত্র　　　　পৃষ্ঠা

সুচীপত্র

পৃষ্ঠা

অনুবাদকের নিবেদন

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্য, যিনি সারা বিশ্বের অধিশ্বর, সকলের স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং একমাত্র উপাস্য । যিনি সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য দেন, জীবন ও মৃত্যু দেন, সৃষ্টি ও ধ্বংস করেন, হাসান ও কাঁদান, ধ্বনী ও দরিদ্র করেন, উপকার ও অপকার করেন, যিনি প্রাণীকে এক বিন্দু অপবিত্র পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি মানুষকে ও জ্বীন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন একমাত্র তাঁর উপাসনা করার জন্য ।

ইসলাম ধর্মের নাম শুনলেই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভায়েরা আঁতকে উঠেন । তাঁরা মনে করেন ইসলাম মানেই হল এক হিংস্র, বর্বর, আরবের মরুভূমি এলাকার এক মধ্যযুগীয় মানবতাহীন ধর্ম । যার সঙ্গে বর্তমান সভ্যতার কোন সামঞ্জস্য নেই । অথচ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে ইসলাম ধর্মের নবী মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে তাঁদের ধর্মগ্রন্থেই মানার জন্য ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । এই বাস্তব সত্যটি অনেক অমুসলিম ভাই একেবারেই জানেন না । তাঁরা মনে করেন একমাত্র তাঁদেরই ধর্ম হল খাঁটি আর বাকি সব ধর্মই হল ভন্ডামী আর নোংরামীতে ভরা । অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত । ইসলাম ছাড়া পৃথিবীতে কোন ধর্মই আজ আর বাকী নেই । সব ধর্মের কার্যকারীতা শেষ হয়ে গেছে । এই কথার প্রমাণ তাঁদের ধর্মগ্রন্থেই দেওয়া হয়েছে এবং ইসলামের আগে যেসব ধর্মগুরু পৃথিবীতে আগমন করেছেন তাঁরা সকলেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন এবং মানার জন্য তাগিদ দিয়ে বলেছেন । এবং এও বলেছেন যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছাড়া মুক্তি কোন উপায় নেই ।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গ্রন্থের লেখক ড. শ্রী এম. এ. শ্রীবাস্তব । আমি কেবল এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ করেছি মাত্র ।

মৌলিক পুস্তক লেখার চেয়ে অনুবাদ করাটা যে কতো কঠিন তা এই পুস্তক অনুবাদ করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম । আমি এই পুস্তকখানি ভাবানুবাদ না করে হুবহু বঙ্গানুবাদ করেছি । কমা, কোটেশনেরও কমবেশী করিনি সেজন্য এই পুস্তকে ভাষার দিক দিয়ে ভুল ভ্রান্তি থাকাটাই স্বাভাবিক । কেননা এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রুপান্তরিত করতে গেলে মূল ভাষার সঙ্গে কোনদিনই সামঞ্জস্যতা রাখা সম্ভব নয় । অনুদিত ভাষার সঙ্গে তার কিছুটা তালমেল আনতেই হয় তাছাড়া অনুবাদ

করা সম্ভবপর হয় না । আর যেহেতু এটা আমার প্রথম অনুবাদ সেজন্য এই অনুবাদের দিক দিয়ে ভুল ভ্রান্তি থাকে যাওয়া স্বাভাবিক ।

পাঠকদের জানিয়ে রাখি, মানুষ মাত্রেই ভুল হয় । পুরো সৃষ্টি জগতে আল্লাহ ও তাঁর প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম ছাড়া আর কেউ ত্রুটিমুক্ত নয় । তাই এই বইয়ের মধ্যে ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়া কোন বিচিত্র নয় । তাই পাঠকদের বলি, এই বইয়ের মধ্যে কোন ভুল-ভ্রান্তি আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে আমাকে জানাবেন, পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ ।

ইতি-

মুহাম্মাদ আব্দুল আলিম
শালজোড়, বীরভূম
দুরালাপনী - +৯১ ৯৬৩৫৪৫৮৩৩১
E-Mail : md.abdulalim1988@gmail.com

মূল লেখকের ভূমিকা

আল্লাহ অত্যান্ত কৃপাশীল এবং দয়াবান । তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন । তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের মধ্যে মানুষকে সর্বশ্রেষ্ঠ বানিয়েছেন । মানুষের উপর আল্লাহর অনুগ্রহতা এবং দয়াশীলতা গননা করা বড়ই কঠিন । তিনি মানুষের উপর বিশেষ কৃপা করেছেন যে তিনি মানুষকে সঠিক পথে চলার জন্য প্রত্যেক জাতি এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পয়গম্বর, রসুল এবং অবতার পাঠিয়েছেন । কুরআন শরীফে আছে, "এমন কোন সম্প্রদায় নেই যাদের মধ্যে সাবধানকারী পাঠানো হয়নি ।" (৩৫ : ২৪)

'অবতার' শব্দের অর্থ কখনোই এরকম মনে করা উচিৎ নয় যে ঈশ্বর স্বয়ং পৃথিবীতে সশরীরে আসেন বরং এটাই সত্য যে তিনি মানবজাতিকে মুক্তির পথ দেখাবার জন্য পয়গম্বর এবং অবতার প্রেরণ করেন । তিনি যুগে যুগে মানবজাতিকে উদ্ধার এবং কল্যানের জন্য রসুল তথা অবতার পাঠিয়েছেন এবং এই অবতার পাঠানোর সিলসিলা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর পর সমাপ্ত করে দেন । স্বামী বিবেকানন্দ এবং গুরু নানকের মতো মহান ব্যাক্তিগণও পয়গম্বর এবং ঈশ্বর প্রদত্ত দূতের এই ধারণাকে সমর্থন করেন । বরিষ্ঠ বিদ্যানদের মধ্যে পন্ডিত সুন্দর লাল, শ্রী বলরাম সিং পরিহার, ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়, ড. পি. এইচ. চৌবে, ড. রমেশ প্রসাদ গর্গ, পন্ডিত দূর্গা শঙ্কর সত্যার্থী প্রভৃতি মনীষীরা 'অবতার' শব্দের অর্থ ঈশ্বর দ্বারা মানবজাতির কল্যানের জন্য পয়গম্বর এবং দূত পাঠানোর কথা বলেছেন । প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ শ্রী কাশ্মীরি লাল ভগৎও এই তথ্যকে স্পষ্টভাবে সমর্থন করেছেন ।

আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যৎবানী বাইবেল, তৌরাত এবং অন্য ধর্মগ্রন্থে পেয়েছি । এমনকি ভারতীয় ধর্মগ্রন্থেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের আগে ভবিষ্যৎবানী রয়েছে । হিন্দু, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মগ্রন্থেও এইরকমের ভবিষ্যৎবানী রয়েছে । এই পুস্তিকায় সেইসব ভবিষ্যৎবানীকে একত্রিত করে প্রকাশ করার ক্ষুদ্র প্রয়াস করা হয়েছে ।

পয়গম্বর এবং অবতার পাঠাবার একটা বিশিষ্ট ধারাবাহিকতা রয়েছে । মানুষের মনে ধর্মহীন প্রবৃত্তি তৈরা হওয়া, ধর্মের আসল পথ থেকে সরে যাওয়া এবং মূল ধর্মের মধ্যে মানুষের দ্বারা পরিবর্তন হওয়ার জন্যই আল্লাহ যুগে যুগে পয়গম্বর এবং অবতার পাঠিয়েছেন । এই অবতার বা পয়গম্বররা ধর্মকে পুনরায় মৌলিক রুপে

পেশ করেছেন এবং একজন ঈশ্বরের দিকে তাঁরা আহ্বান করেছেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সেই সময় পাঠানো হয় যখন হযরত ইসা মসীহ (আঃ) বা জীশু খ্রীষ্টের আসার পাঁচশো বছরের অধিক সময় অতিবাহিত হয়েছে । তখন নবীদের শিক্ষা নষ্ট এবং বিকৃত হয়ে গিয়েছিল, সনাতন ধর্মের মধ্যে অধার্মিকতায় পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল । ইশ্বরের প্রতি ভয় এবং ঈশ্বেরর প্রতি আস্থা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল । মানবজাতিকে যিনি সৃষ্টি করেছেন মানুষ তাঁকে ভুলে গিয়েছিল । তারা বহু ইশ্বরের সৃষ্টি করেছিল এবং তারা নিজেদের এমন অবস্থা করেছিল যে তারা পাহাড়, আগুন, পানি, বাতাস, পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি বস্তুর পুজা করতে শুরু করে দেয় ।

এই বিকট এবং চরম মুহুর্তের সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমন হয় । তিনি আল্লাহর প্রেরিত দূত হিসাবে সীমাহীন মানবতাবাদী দেখিয়েছেন । তিনি কোন নতুন ধর্ম নিয়ে আসেননি বরং মানব জাতির শুরু থেকে চলে আসা সনাতন ধর্মের খরাপ জিনিসগুলি এবং বিকৃতিগুলিকে দুর করেন এবং প্রথমে যেমন মৌলিকভাবে তা পেশ করেন । তিনি ঘোষনা করেন ঈশ্বর এক অদ্বিতীয় এবং নিরাকার । মানবজাতিকে তাঁরই দাসত্ব করা উচিৎ তাঁরই উপাসনা করা উচিৎ ইত্যাদি । যদি কেউ এই ধারণা এবং ভক্তি-ধর্মকে অস্বীকার করে তাহলে বুঝতে হবে সে ভূল স্থানে দাঁড়িয়ে ফলে তার পা ভুল পথে অগ্রসর হতে শুরু করবে । এই পরিস্থিতিতে তার জীবনযাত্রা কিভাবে সফল হতে পারে ?

জীবনকে সুগম, সার্থক, সফল এবং ফলপ্রসু যাত্রার জন্য আল্লাহ অন্তিম পয়গম্বর এবং দূত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দ্বারা পেশ করা শিক্ষা যদি গ্রহণ করা হয় এবং সেই পথে যদি চলা যায় তবেই পারলৌকিক জীবনে সফল বানানো সম্ভব হবে । এখন এই সত্য আর গোপন নেই যে ভারতীয় ধর্মগ্রন্থে যে অবতারের ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ছাড়া আর কেই নন । এই পুস্তক সত্যকে প্রকাশ করার এক ক্ষুদ্র প্রয়াস । এর উদ্দেশ্য হল সত্যকে নিজে বোঝা এবং অপরকে বোঝানো । অতএব এই পুস্তকে বর্ণিত তথ্যের ধারাবাহিকতায় কোন ভূল ভ্রান্তি থেকে থাকে তাহলে আমাকে জানাবার কষ্ট স্বীকার করবেন । আল্লাহ আমাদের চেষ্টাকে কবুল করুন । আমীন ।

ড. এম. এ. শ্রীবাস্তব

স্থান - নতুন দিল্লী

তারিখ - ১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ

সত্য সবসময় স্পষ্ট হয় । সত্যের জন্য কোন প্রকার দলীলের প্রয়োজন হয় না । এটা অবশ্য আলাদ ব্যাপার যে লোকেরা তা বুঝতে পারে না অথবা কিছু লোক তা আমাদের থেকে লুকিয়ে রাখার কু-প্রয়াস করে । এখন এই কথা আর গোপন নেই যে বেদ উপনিষদে এবং পুরানে সৃষ্টি জগতের অন্তিম পয়গম্বর (স্রষ্টার বার্তাবাহক) হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে । মানবতাবাদী সত্য অন্বেষনকারী গবেষকগণ এর উপর এমন অকাট্য প্রমাণ পেশ করেছেন যার দ্বারা খোলাখুলিভাবে মানুষের সম্মুখে চলে এসেছে ।

বেদের মধ্যে যে উষ্ট্রারোহী (উঁটে আরোহনকারী) আসার ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । বেদ অনুযায়ী সেই উষ্ট্রারোহীর নাম হবে 'নরাশংস' । 'নরাশংস' শব্দের আরবী অনুবাদ হচ্ছে 'মুহাম্মাদ' । 'নরাশংস' এর ব্যাপারে বর্ণিত কার্যকলাপ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আচরণের সঙ্গে এবং ব্যবহারিক ভাবে আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যায় । পুরানে এবং উপনিষদে কল্কি অবতারের ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই কল্কি অবতার হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তা আজ প্রমাণ হয়ে গেছা । কল্কি অবতারের ব্যাক্তিত্ব এবং চারিত্রিক বিশেষতা অন্তিম পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবন চরিতের উপর পুরোপুরীভাবে প্রমাণিত হয় । শুধু তাই নয় উপনিষদের মধ্যে পরিস্কার ভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাঁকে আল্লাহর রসুল (বার্তাবাহক) বলা হয়েছে । পুরান এবং উপনিষদে এও বলা হয়েছে যে ঈশ্বর একজনই । তাঁর কোন অংশীদার নেই । তার মধ্যে 'আল্লাহ' শব্দ বার বার এসেছে । বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মগ্রন্থেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে ।

এই সত্যতার আলোকে মানবজাতিকে একসূত্রে বাঁধা এবং মানব জাতিকে একতাকে শক্তিশালী করার জন্য সার্থক প্রয়াস করা যেতে পারে । এটা সময় সাপেক্ষ । এই দুঃসময় এবং সাম্প্রদায়িকতার আত্মঘাতী সময়ে এই সত্য মীলের পাথর প্রমাণ হতে পারে । ভাই ভাইকে গলায় মেলাতে পারে এবং এমন নৈতিক এবং সুখী সমাজ নির্মান করা যেতে পারে যেখানে হিংসা, শোষন, দমননীতি এবং ঘৃণার লেশমাত্র থাকবে না । এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সমস্ত সত্যকে একসঙ্গে আপনাদের সম্মুখে প্রস্তুত করা যেতে পারে । এই প্রচেষ্টায় কতটুকু সফলতা আসবে তা পানারাই বলবেন । আশা করি এই সত্যতা মনের গভীরতায় প্রবেশ করিয়ে আমরা সবাইকে মানব কল্যানের জন্য প্রেরণ করব । এই পুস্তিকায় ড. বেদ প্রকাশ

উপাধ্যায়ের লিখিত গ্রন্থ 'নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি' এবং 'কল্ক অবতার আওর মুহাম্মাদ সাহব' ছাড়াও অন্যান্য জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং বেদ

বেদের মধ্যে 'নরাশংস' অথবা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের যে ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে তা কোন আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় বরং ধর্মগ্রন্থের মধ্যে ঈশ্বর প্রদত্ত দূত (পয়গম্বর) এর আগমনের রয়েছে। এটা অবশ্যই চমৎকার ব্যাপার যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যৎবানী যত ভবিষ্যৎবানী ধার্মিক গ্রন্থে করা হয়েছে তত অন্য পয়গম্বরের ব্যাপারে করা হয়নি। ইসাই (খ্রীষ্টান), ইহুদী এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে অন্তিম ঈশ্বর প্রদত্ত দূত রুপে আগমনের ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে।

বেদের 'নরাশংস' শব্দ 'নর' এবং 'আশংস' শব্দ মিলে তৈরী হয়েছে। 'নর' শব্দের অর্থ হল মানুষ এবং 'আশংস' শব্দের অর্থ হল 'প্রশংসিত'। সায়ন বলেছেন, 'নরাশংস' শব্দের অর্থ হল মানুষের দ্বারা প্রশংসিত।[১] এই শব্দটি কর্মধারা সমাস যার সন্ধিবিচ্ছেদ হল নরশ্চাসৌ + আশংসঃ যার অর্থ প্রশংসিত মানুষ। ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় বলেছেন, "এইজন্য এই শব্দ কোন দেবতাকে বলা হয়েছে একথা মনে করা উচিৎ নয়। 'নরাশংস' শব্দটাই স্পষ্ট করে দেয় যে 'প্রশংসিত' শব্দ হল তার বিশেষন, অর্থাৎ সে মানুষ। যদি কেউ 'নর' শব্দটিকে দেববাচক মনে করে তাহলে তাদের বক্তব্যের সমাধানে এই কথা স্পষ্ট করে দেওয়া উচিৎ যে 'নর' শব্দটি দেবতাদের পর্যায়ক্রম শব্দও নয় এবং দেবতাদের বংশানুক্রমিক কোন বিশেষ জাতিও নয়।"[২]

'নর' শব্দটি মনুষ্য প্রজাতির। কেননা 'নর' শব্দটি মানুষের সমার্থক শব্দ। 'নরাশংস' এর মতো 'মুহাম্মাদ' শব্দের অর্থও হল 'প্রশংসিত'। 'মুহাম্মাদ' শব্দ 'হাম্দ' ধাতু সৃষ্টি হয়েছে যার অর্থ হল প্রশংসা করা। ঋগ্বেদে 'কীরি' শব্দ এসেছে যার অর্থ হল ঈশ্বর প্রদত্ত প্রশংসিত। আহমদ শব্দেরও অনুরুপ অর্থ। আহমদ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর একটি নাম।[৩]

বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সবথেকে প্রাচীন। এর মধ্যে 'নরাশংস' দিয়ে শুরু হয়েছে এমন মন্ত্র সংখ্যা হল আটটি। ঋগ্বেদের প্রথম মন্ডলে ১৩ সুক্তে, তৃতীয় মন্ত্র এবং

১৮ সুক্ত, নবম মন্ত্র, ১০৬ সুক্ত, চতুর্থ মন্ত্রে 'নরাশংসে'র বর্ণনা করা হয়েছে । ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মন্ডলের তৃতীয় সুক্ত, পঞ্চম মন্ডলের পঞ্চম সুক্ত, দ্বিতীয় মন্ত্র, সপ্তম মন্ডলের দ্বিতীয় সুক্তের দ্বিতীয় মন্ত্র, দশম মন্ডলের ৬৪তম সুক্তের তৃতীয় মন্ত্রে এবং ১৪২ নং সুক্তের দ্বিতীয় মন্ত্রের মধ্যেই 'নরাশংস' এর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । সামবেদ সংহিতার ১৩১৯ নং মন্ত্রে এবং বাজসনেয়ী সংহিতার ২৮ অধ্যায়ের ২৭ নং মন্ত্রে 'নরাশংসে'র ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । তৈত্তিরীয় আরণ্যক এবং শতপথ ব্রাহ্মন গ্রন্থ ছাড়াও যজুর্বেদ, সামবেদ এবং অথর্ববেদের মধ্যে 'নরাশংসে'র উল্লেখ করা হয়েছে ।

'নরাশংসে'র চারিত্রিক গুনাবলীর সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাদৃশ্য

বেদের মধ্যে 'নরাশংসে'র স্তুতি বন্দনা করার উল্লেখ করা হয়েছে । ঠিক সেই রকম ঋগ্বের কাল বা সেই সময়ে যজ্ঞের সময় 'নরাশংস'কে আহ্বান করা হত । তাঁর জন্য 'প্রিয়' শব্দ ব্যাবহার করা হত । 'নরাশংসে'র চারিত্রিক গুণাবলী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাদৃশ্যতা নিম্নলিখিত ঃ

১) বাণীর মধুরতা ঃ

ঋগ্বেদে 'নরাশংস'কে 'মধুজিহ্ব' বলা হয়েছে ।[৪] অর্থাৎ তাঁর বাণী হবে মধুর । সুন্দর বক্তব্য তাঁর ব্যাক্তিত্বের বিশেষ পরিচয় বহন করবে । সকলেই জানেন যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বক্তব্য ছিল অতি মধুর ।

২) অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধীকারী ঃ

'নরাশংসে'র জন্য বলা হয়েছে তিনি অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের অধীকারীই হবেন । এই জ্ঞানের অধীকারীকে কবি বলা হয় । ঋগ্বেদ সংহিতায় 'নরাশংস'কে কবি বলা হয়েছে ।[৫] মুহাম্মাদ (সাঃ) কে আল্লাহ কিছু সময়ের জন্য পরোক্ষ কথা ব্যাপারে অবগত করান । তারপর মুহাম্মাদ (সাঃ) রোমবাসী এবং ইরানবাসীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়েছিল সে সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন যে এতে রোমবাসীরা হেরে যাবে এবং তিনি নববর্ষের মধ্যে রোমবাসীরা যে বিজয়লাভ করবে সে ব্যাপারে ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন । নৈনবা লড়াইয়ে রোমবাসীরা ৬৫৭ সালে জয়লাভ করে । রোমবাসীরা পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় বিজয়লাভ করার উল্লেখ করা হয়েছে । সেই সঙ্গে

তিনি অবিশ্বাসীদের উপর মুসলমানদের বিজয়ের ব্যাপারে তিনি ভবিষ্যৎবানী করেছিলেন ।

তিনি ঈশ্বরের অধীক প্রিয় এবং তিনি ঈশ্বরের ব্যাপারে জাননেওয়ালা ছিলেন । তিনি নবী ছিলেন । 'নবী' শব্দ 'নাবা' ধাতু থেকে তৈরী হয়েছে যার অর্থ হল বার্তাবাহক । মুহাম্মাদ (সাঃ) ঈশ্বরের বার্তাবাহক ছিলেন । আচার্য রজনীশের ভাষায় "তিনি ঈশ্বর পর্যন্ত পৌছবার বাঁশী যাতে অন্য কেউ ফুঁক মারে ।"

৩) সুন্দর দেহবিশিষ্ট শরীর ঃ

'নরাশংসে'র ব্যাপারে বলা হয়েছে যে তিনি সুন্দর দেহবিশিষ্ট হবেন । এই বৈশিষ্টতা উল্লেখ করতে গিয়ে বেদে 'স্বর্চি' শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে ।[৬]

'স্বর্চি' শব্দের সন্ধি বিচ্ছেদ হল, 'শোভনা অর্র্যিস্য সঃ' অর্থাৎ সুন্দর এবং কান্তিময় । এই শব্দের তাৎপর্য এটাই যে সুন্দর দেহবিশিষ্ট ব্যাক্তি যার চেহরা থেকে রশ্মি বিচ্ছুরিত হবে । ঋগ্বেদের মধ্যেই বলা হয়েছে যে তিনি তাঁর মাহাত্মের দ্বারা প্রতিটি ঘরকে প্রকাশিত করে দিবেন ।[৭] এটা স্পষ্ট যে মুহাম্মাদ (সাঃ) প্রতিটি ঘরে জ্ঞানের জ্যাতি জ্বালিয়ে দেন এবং অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া লোকেদেরকে নতুনভাবে আলোকিত করেন ।

ঋগ্বেদের মধ্যে বলা হয়েছে যে, 'অহমিদ্ধি পিতুষ্পরি মেধামৃতস্য জগ্রভ । অহং সুর্য ইবাজনি ।।'

সামবেদের মধ্যে বলা হয়েছে, 'অহমিধি পিতুঃ পরিমেধামৃতস্য জগ্রভ । অহং সুর্য ইবাজনি ।।' (সামবেদ, প্রঃ ২, দঃ ৬, মং ৮) অর্থাৎ অহমদ (মুহাম্মাদ) নিজের প্রভূর হিকমতের দ্বারা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যাবস্থা অর্জন করেছেন । আমি সূর্যের মতো আলোকিত হচ্ছি ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) এতোই সুন্দর ছিলেন যে মানুষ স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাঁর দিকে আকর্ষিত হত । এই পরিপ্রেক্ষিতে রেভারেন্ড বাসওয়ার্থ স্মিথ 'মুহাম্মাদ এ্যান্ড মুহাম্মাদনিজম' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে, মুহাম্মাদের বিরোধীরাও তাঁর আকর্ষণ শক্তির জন্য তাঁর ব্যাক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তাঁকে সম্মান করতে বাধ্য হত । সমস্ত বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও মুহাম্মাদ সাহেব ঘরে ঘরে জ্ঞানের আলো প্রকাশ করেন ।

৪) পাপ নিবারণকারী ঃ

ঋগ্বেদের মধ্যে 'নরাশংস'কে লোকেদের মধ্যে থেকে পাপকে নিবারণকারী বলা হয়েছে ।[৮] এটা বলার কোন প্রয়োজন নেই যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সমস্ত শিক্ষা এবং তাঁর উপর অবতারিত কুরআন সারা জীবনের পাপকে বিলুপ্ত করে । এটা সত্য পথের দর্পণ যাকে দর্শন করে এবং তার উপর আমল করে লোকেদের মধ্যে থেকে সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে । তার পার্থিব এবং মৃত্যুর পর পারলৌকিক জীবন সুন্দর হতে পারে । ইসলাম জুয়া, মাদক দ্রব্য এবং অন্যান্য নেশাজাতীয় পদার্থ থেকে লোকেদেরকে বাধাদান করে এবং অবৈধ পন্থায় উপার্জন করা খাদ্যদ্রব্য, সুদ নেওয়া এবং মানুষের অধিকার হরণ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছে । ইসলাম অত্যাচার, দমননীতি এবং শোষনমুক্ত সমাজের স্থাপনা চায় ।

৫) স্ত্রীদের সংখ্যা ঃ

'নরাশংসে'র কাছে ১২ জন স্ত্রী থাকবে, এই কথার প্রমাণ অথর্ববেদের সেই মন্ত্রেই রয়েছে যেখানে তিনি আরোহণের জন্য উঁটের ব্যাবহারের কথা বলা হয়েছে । মন্ত্রটি হল ঃ

উষ্ট্রা যস্য প্রবাহিণো বধুমন্তোঁ দ্বির্দশ ।
বর্ষ্মা রথস্য নি জহীড়তে দিব ঈশমাণ উপস্পৃশঃ ।
(অথর্ববেদ, কুন্তাপ সুক্ত, ২০/১২৭/২)

অর্থাৎ যার যানের জন্য দুটি সুন্দর উঁটনি আছে । অথবা যিনি ১২ জন স্ত্রীসহ উঁটের উপর আরোহণ করবেন তার যান উচ্চতাসম্পন্ন হবে এবং দ্রুততর আকাশ স্পর্শ করে নিচে নেমে আসবে ।

এই মন্ত্রের অনুরূপ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ১২ জন স্ত্রী ছিল । তাঁর স্ত্রীদের নাম যথাক্রমে, (১) হযরত খাদীজা (রাঃ), (২) হযরত সৌদা (রাঃ), (৩) হযরত আয়েশা (রাঃ), (৪) হযরত হাফসা (রাঃ), (৫) হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), (৬) হযরত উম্মে হাবীবা (রাঃ), (৭) হযরত জয়নব বিনতে জাহাশ (রাঃ), (৮) হযরত জয়নব বিনতে খুযাইমাহ (রাঃ), (৯) হযরত জুহাইরিয়া (রাঃ), (১০) হযরত সাফীয়া (রাঃ), (১১) হযরত রায়হানা (রাঃ) এবং (১২) হযরত মাইমুনা (রাঃ) প্রভৃতি ।[৯] এখানে উল্লেখযোগ্য হল অন্য কোন ধার্মিক ব্যাক্তির ১২ জন স্ত্রী ছিল না

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে কিছু মহাপুরুষের নিকট কোটি কোটি স্ত্রী থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় ।

৬) স্থান নিরুপণ ঃ

অথর্ববেদের উপরিউক্ত মন্ত্রে নরাশংস দ্বারা আরোরণের ব্যাপারে উঁটের ব্যাবহারের কথা বলা হয়েছে । এখানে নরাশংসের পরিচয়ের সাথে তাঁর আসার স্থানের ব্যাপারেও স্পষ্ট বোঝা যায় । উঁটের উপর আরোহণের এটাই অর্থ যে নরাশংস যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করবেন সেখানে উঁটের সংখ্যা বেশী থাকবে । উঁট মরুভূমি এলাকায় বেশী পাওয়া যায় । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্ম আরবের মরুভূমি এলাকায় হয়েছিল ।

৭) অন্যান্য বিশেষতা ঃ

অথর্ববেদর অলঙ্কারের মাধ্যমে নরাশংসের ব্যাপারে পরিচয় করানোর জন্য কতকগুলো কথা বলা হয়েছে ।

কুন্তপ সুক্তে আছে,

"ইদং জনা উপ শ্রুত নরাশংস স্তবিস্যতে ।"

এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে পন্ডিত ক্ষেম করণ দাস ত্রিবেদী লিখেছেন, "হে মানুষেরা ! ধ্যান দিয়ে শোন যে মানুষের মধ্যে প্রশংসিত পুরুষের মাহাত্ম বর্ণনা করা হবে ।"[১০]

অন্য একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে,

"এষ ইষায় মামহে শতং নিষ্কান্ দশ স্রজঃ ।
ত্রীনি শতান্যর্বতাং সহস্রা দশ গোনাম্ ।।"

(অথর্ববেদ ২০/১২৭/৩)

অর্থাৎ ঈশ্বর মামহে ঋষিকে একশত সোনার মুদ্রা দান করবেন, দশ হাজার গাভী দান করবেন, তিনশত আরবন (ঘোড়া) দান করবেন এবং দশটি হার দান করবেন ।

এখানে মামহে ঋষি বলতে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে বোঝানো হয়েছে । তাঁকে একশত সোনার মুদ্রা দেবার অর্থ হল যে তাঁর কাছে এমন মহান একশত

জন মানুষ থাকবেন যাঁরা চরিত্রে রত্নের মতো আলঙ্কৃত হবেন । হযরত মুহাম্মাদ যে শিক্ষা দান করতেন তা একশ জন ব্যাক্তি সুরক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিলেন । তাঁদেরকে 'আসহাবে সুফ্‌ফা' বলা হত । তাঁরা নবীর শিক্ষাকে প্রচার করতেন এবং সুরক্ষাও করতেন ।

ঠিক সেই রকম দশ হাজার গাভী দান করার অর্থ হল, ভাল ব্যাক্তি প্রদান । এখানে 'গাভী' রুপক অর্থে ব্যাবহৃত হয়েছে যা সাধারণত ভাল ব্যাক্তির জন্য বোঝানো হয়েছে । শেষ জীবনে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শিক্ষার অনুসারীর সংখ্যা দশ হাজার ছিল । মক্কা বিজয়ের জন্য মদীনা থেকে গমন করার সময় তাঁর সাথীর সংখ্যা দশ হাজার ছিল । দশ হাজার সাথী নিয়ে যখন মুহাম্মাদ (সাঃ) মক্কা পৌঁছলেন তখন কোন প্রকার যুদ্ধ ব্যাতিরেকে সেই সাথীরা (শত্রুপক্ষের) কোন কিছু নষ্ট করেনি, সেজন্য সেই দশ হাজার ব্যাক্তিকে গাভী বলা হয়েছে ।

নরাশংসকে তিনশত আরবন দেওয়ার অর্থ হল, তাঁকে এমন বীর যোদ্ধা প্রদান করা হবে যাঁরা ঘোড়ার মতো দ্রুতগামী হবেন । 'আরবন' শব্দের অর্থ হল ঘোড়া । এটাও গাভীর মতো রুপক শব্দ । বদরের যুদ্ধে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সাথীর (সাহাবা) সংখ্যা ছিল তিন শত ।

নরাশংসকে দশটি 'স্ত্রজ' বা হার দেওয়ার অর্থ হল, তাঁকে দশজন একন ব্যাক্তি দেওয়া হবে যাঁরা নরাশংসের গলার হারের মতো প্রিয় হবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর এমন দশজন ব্যাক্তি প্রদান করা হয়েছিল যাঁরা নাবীর জন্য প্রাণ পর্যন্ত উৎসর্গ করতে প্রস্তুত ছিল । তাঁরা গলার হারের মতো মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সঙ্গে সর্বদা থাকতেন । তাদেরকে 'আশারায়ে মুবাস্‌সারা' বলা হয় । তাঁরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সেই সাথী ছিলেন যাঁদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল । তাঁদের নাম যথাক্রমে ঃ হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান বিন আফফান (রাঃ), হযরত তালহা (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), হযরত সায়ীদ বিন জায়েদ (রাঃ), হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাঃ), হযরত আবু উবাইদাহ বিন জার্‌রাহ (রাঃ) এবং হযরত জুবাইর (রাঃ) প্রভৃতি ।

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে যে, 'হে লোক সকল ! এই (সুসংবাদ) ধ্যান দিয়ে শোন, নরাশংসের প্রশংসা করা হবে । সাত হাজার নব্বই জন শত্রুর হাত থেকে হিজরতকারী (দেশত্যাগকারী), আমল প্রচারকারীকে আমি রক্ষা করব ।'

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে মামহে ঋষির দশ হাজার সাথীর বর্ণনা করা হয়েছে । মন্ত্রটি হল,

"অনস্বন্তা সতপতির্মামহে মে গাবা চেতিষ্ঠো অসুরো মঘোনঃ ।
ত্রৈবৃষ্ণো অগ্নে দশভিঃ সহস্রৈশ্বানরঃ ত্র্যরুণাশ্চিকেত ।।"
(ঋগ্বেদ, মন্ডল ৫, সুক্ত ২৭, মন্ত্র ১)

অর্থাৎ সত্যেরপুজারী, অত্যান্ত বিবেকশীল, শক্তিশালী, দাতা মামহে ঋষি নিজের বাণীতে আমাকে আহ্বান করেছে । সর্বশক্তিমান, সর্ববিদ্যায় পরিপূর্ণ, সারা বিশ্বের কৃপাময় দশ হাজার সহযোগীর সাথে সে খ্যাতি করেছে ।

এখামে মামহে ঋষি হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় মহাশয়ও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে মামহে ঋষি বলে মেনেছেন ।

পুরাণ থেকে প্রমাণ

ভবিষ্য পুরাণ এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

শুধুমাত্র বেদেই নয় বরং পুরাণের মধ্যেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কর্মস্থল মরুভূমি এলাকায় হবে বলে ঘোষনা করা হয়েছে । ভবিষ্য পুরাণে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, 'অন্য দেশ থেকে একজন অনার্য নিজের বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য আসবেন । তার নাম হবে মুহাম্মাদ । তিনি মরুভূমি এলাকায় আসবেন ।'[১২] এই অধ্যায়ের ৬,৭,৮ নং শ্লোকেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মস্থানসহ অন্য গুণাবলীও কল্কি অবতারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে, যার বর্ণনা কল্কি পুরাণে রয়েছে । পরে তার ব্যাপারে আলোচলা করা হবে ।

এখানে বলে রাখা উচিৎ যে ভবিষ্যপুরাণে বেশ কয়েকজন নবীর (ঈশদূত) জীবনচরিত বর্ণনা করা হয়েছে । ইসলামের ব্যাপারেও বিস্তৃত অধ্যায় রয়েছে । এই ভবিষ্যপুরাণের মধ্যে স্পষ্টভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । সেখানে মহামদ আচার্যের নামের সঙ্গে মুহাম্মাদ শব্দের সাদৃশ্যতা রয়েছে । সেটাই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বর্ণনার সঙ্গে অন্যান্য ব্যাপারেও একেবারে খাপ খেয়ে যাচ্ছে । এখানো কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই । ভবিষ্যপুরাণ অনুযায়ী সাতবাহন বংশের রাজা ভোজ ভুবন জয় করতে গিয়ে সমুদ্র পেরিয়ে আরব পৌঁছে

যাবে । সেই সময় উচ্চ সম্মানীয় জ্ঞানী শিষ্যদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে মহামদ (হযরত মুহাম্মাদ) নামী বিখ্যাত ব্যাক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হবে । (প্রতিসর্গ পর্ব ৩, অধ্যায় ৩, খন্ড ৩, কলিযুগের ইতিহাস সমুচ্চায়) । ভবিষ্যপুরাণে আরও বলা হয়েছে,

"লিঙ্গচ্ছেদী শিখাহীনঃ শ্মশ্রুধারী সে দূষকঃ ।
উচ্চালাপী সর্বভক্ষী ভবিষ্যতি জমোমম ।।২৫
বিনা কৌলংচ পশবস্তেষাং ভক্ষ্যা মতা মম ।
মুসলেনৈব সংস্কারঃ কুশৈরিব ভবিষ্যতি ।। ২৬
তস্মানুসলবন্তো হি জাতয়ো ধর্ম্ম দূষকাঃ ।
ইতি পৈশাচধমশ্চ ভবিষ্যতি ময়াকৃতঃ ।।২৭"

(ভবিষ্য পুরাণ, পর্ব ৩, খন্ড ৩, অধ্যায় ১, শ্লোক ২৫/২৬/২৭)

এই শ্লোকের ভাবার্থ হল – 'আমার অনুসরণকারী লিঙ্গের ত্বকছেদন (খতনা) করবে । সে টিকিহীন ও দাড়ি বিশিষ্ট হবে; সে এক বিপ্লব আনবে । সে উচ্চস্বরে ধ্বনি (আজান) করবে । সে সর্বপ্রকার ভক্ষ্যদ্রব্য (হালাল দ্রব্য) ভক্ষণ করবে; সে শূকর মাংস আহার করবে না । সে তৃণলতা দ্বারা পূত পবিত্র হবে । ধর্মদ্রোহী জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সে মুসলমান নামে পরিচিত হবে । আমার দ্বারা এই মাংসহারীদের ধর্ম স্থাপিত হবে এবং পৈশাচিক ধর্মের নাশ হবে ।'

এই ভবিষ্যপুরাণের এইসব ভবিষ্যৎবাণীগুলির সকল বিষয়বস্তু এতই স্পষ্ট যে স্বতঃস্ফুর্তভাবে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপরেই ফিট হয়ে যায় । তাঁর অন্তিম ঋষি হওয়ার ব্যাপারে একেবারে স্পষ্ট হয়ে যায় । এরকম আশঙ্কা করা উচিৎ নয় যে এই পুরাণগুলি ইসলামের আগমনের পরে রচনা করা হয়েছে । বেদ এবং অন্যান্য পুরাণের মধ্যে কিছু পুরাণ ইসলামের আগমনের অনেক আগের রচনা ।

সংগ্রাম পুরাণের ভবিষ্যৎবাণী

সংগ্রাম পূরাণকেও পূরাণের মধ্যে গণনা করা হয় । এই পুরাণের মধ্যে ঈশ্বরের অন্তিম দূত এবং পয়গম্বর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । পন্ডিত ধর্মবীর উপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত কিতাব 'অন্তিম ঈশদূত'[১৩] এর মধ্যে লিখেছেন, "কাগভুসুন্ডী এবং গরুড় দুজনেই রামের সেবার জন্য দীর্ঘকাল অবধি ছিল । তাঁরা তাঁর উপদেশ কেবল শ্রবণ করেই ক্ষান্ত হননি

বরং লোকেদারকেও শোনাতেন । তাঁর উপদেশের চর্চা তুলসীদাস তাঁর 'সংগ্রাম পুরাণে'র অনুবাদে করেছেন যেখানে শঙ্কর নিজের পুত্র ষনুমুখকে আগামী ধর্মের অবতার (ঈশ্বদূত) এর ব্যাপারে ভবিষ্যৎবাণী করেছেন । অনুবাদটি হল,

ইঁহা না পক্ষপাত কছু রাখহুঁ ।
বেদ, পুরাণ, সন্ত সত ভাখহুঁ ।।
সংবত বিক্রম দোউ অনঙ্গা ।
মহাকোক নস চতুর্পতঙ্গা ।।
রাজনীতি ভব প্রীতি দিখাবৈ ।
আপন মত সবকা সমঝাবৈ ।।
সুরন চতুসুদর সতচারী ।
তিনকো বংশ ভয়ো অতি ভারী ।।
তব তক সুন্দর মদ্দিকোয়া ।
বিনা মহামদ পার না হোয়া ।।
তবসে মানহু জন্তু ভিখারী ।
সমরথ নাম এহি ব্রতভারী ।।
হর সুন্দর নির্মান না হোই ।
তুলসী বচন সত্য সচ হোই ।।

(সংগ্রাম পুরাণ, স্কন্দ ১২, কান্ড ৬ : পদ্যানুবাদ, গোস্বামী তুলসীদাস)

পন্ডিত ধর্মবীর উপাধ্যায় এর ভাবানুবাদ এইরকম করেছেন, "(তুলসীদাস বলেছেন) আমি এখানে কোনপ্রকার পক্ষপাতি পন্থা অবলম্বন না করে সন্ত, বেদ এবং পুরাণের মতামতগুলি বর্ণনা করেছি । সপ্তম বিক্রমী শতাব্দীতে চারটি সূর্যের প্রকাশের সঙ্গে তিনি জন্মগ্রহণ করবেন । রাজত্ব করার জন্য যেরমকই পরিস্থিতি হোক না কেন, প্রেমের দ্বারা অথবা কঠিনভাবে তিনি নিজের মতামতকে লোকেদেরকে বুঝাতে সক্ষম হবেন । তাঁর সঙ্গে চারজন দেবতা (সহযোগী) থাকবেন, তাদের সহযোগীতায় তাঁর অনুগামীর সংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে । যতক্ষণ পর্যন্ত সুন্দর বাণী (কুরআন) পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে (তার) এবং মহামদ (হযরত মুহাম্মাদ সাঃ) ছাড়া মুক্তির কোন উপায় থাকবে না । মানুষ, ভিখারী, কীট-পতঙ্গ এবং জন্তু জানোয়ার সেই ব্রতধারীর (মুহাম্মাদ) নাম স্মরণ করা মাত্রই ইশ্বরের ভক্ত হয়ে যাবে । তারপর তার মতো আর কেউ সৃষ্টি হবে না (অর্থাৎ আর কোন রসুল আসবে না), তুলসীদাস বলেছেন যে, তাঁর বাণী সত্য বলে প্রমাণিত হবে ।"[১৪]

কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

সংস্কৃত ভাষায় প্রখ্যাত জ্ঞানী ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় তাঁর একটি প্রচারপত্রে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে কল্কি অবতার বলেছেন । কল্কি এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বৈশিষ্টকে তুলনামূলক অধ্যায়ন করে ড. উপাধ্যায় এটা প্রমাণ করেছেন যে কল্কি অবতার জন্মগ্রহণ করেছেন এবং তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । সেই প্রচারপত্রের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন,

"বৈজ্ঞানিক আনবিক বিস্ফোরণের দ্বারা বিশ্বের যে ধ্বংসলীলা সংঘটিত হচ্ছে তা তার প্রতিকার এবং প্রতিরোধ একমাত্র ধর্মীয় একতার দ্বারাই সম্ভব । জলে বসবাস করে কুমিরের সাথে শত্রুতা করা বুদ্ধিমানের কাজ নয় । সেজন্য আমি ধর্মীয় আধারকে গ্রহণ করেছি । রাষ্ট্রীয় একতার প্রচারকগণ নিশ্চয় এতে কোন আপত্তি করবেন না । একমাত্র কূপমন্ডক সংকীর্নমনা হীন চরিত্রের ব্যক্তি আপত্তি করতে পারে ।"...... "আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে আমার এই গ্রন্থ অধ্যায়ন করার ফলে সর্বভারতীয় সমাজ তথা লিখিল বিশ্বে সার্বিক একতা গড়ে উঠবে এবং ধর্মীয় কলহ ও দ্বন্দ দূরীভূত হবে ।"

এখানে সেই প্রচারপত্রের কিছু বিশেষ অংশ এবং অন্যান্য সূত্র থেকে সেই সম্পর্কিত কিছু তথ্য পেশ করা হচ্ছে ।

অবতার শব্দের অর্থ

'অবতার' শব্দ 'অব' এর 'তৃ' ধাতুতে ঘঅ প্রত্যয় যোগ করে উৎপন্ন হয়েছে । অবতার শব্দের অর্থ হল পৃথিবীতে আগমন । 'ঈশ্বরের অবতার' শব্দের অর্থ হল সকলকে ঐশী প্রত্যদেশ সম্পর্কে জ্ঞান দানকারী এমন মহান ব্যাক্তি যিনি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবেন । কল্কি অবতারকে ঈশ্বরের অন্তিম অবতার বলা হয়েছে । 'ঈশ্বরের অবতার' শব্দে 'এর' শব্দ সম্বন্ধসূচক চিহ্ন । অতএব এটা প্রকাশ্য যে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনকারী ব্যক্তির পৃথিবীতে অবতীর্ন হওয়া । ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারী কারা ? তার ভক্তের সঙ্গেই তাঁর সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে । ঋগ্বেদের মধ্যে এইরকম ব্যক্তিকে 'কীরি' বলা হয়েছে । বাংলায় এবং হিন্দীতে 'কীরি' শব্দের অর্থ হল 'ঈশ্বরের দ্বারা প্রশংসিত' এবং এর আরবী অনুবাদ হল

'আহমদ' । কিন্তু ঈশ্বরের প্রশংসিত 'কীরি' বা 'আহমদ' কি একটাই শব্দ নয় । প্রত্যেক দেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবতার এসেছেন কিন্তু একটি মাত্র অবতার দ্বারা সারা বিশ্বের কল্যান সম্ভব হতে পারে না । কুরআন শরীফে আছে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে রসুল বা অবতার পাঠানো হয়েছে । তবে অন্তিম অবতার কল্কির মধ্যে আলাদা বিশেষন রয়েছে । তিনি পৃথিবীর কোন একটি সম্প্রদায়ের জন্য নয় বরং তিনি সমগ্র মানব জাতির জন্য প্রেরিত হয়েছেন ।

যখন মানুষ ধর্ম থেকে মুখ ফিরিয়ে অধর্মের দিকে চালিত হয় বা ধর্মকে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী বিকৃত করে দেয় তখন মানুষকে পুনরায় সঠিক পথ দেখাবার জন্য ঈশ্বর অবতার বা পয়গম্বর প্রেরণ করেন ।

অন্তিম অবতারের লক্ষণ

কল্কি অবতারের আগমনের সময় সেই সময়কে বলা হয়েছে যখন বর্বরতার সাম্রাজ্য হবে । লোকেদের মধ্যে হিংসা এবং অরাজকতা বিরাজ করবে । গাছের মধ্যে কোন ফল বা ফুল থাকবে না । যদি ফল ফুল হয়েও থাকে তবে খুব কম হবে । মানুষকে খুন করে তাদের সম্পত্তি লুন্ঠন করা হবে এবং কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে মাটিতে পুঁতে দেওয়া হবে । এক ঈশ্বরকে ছেড়ে বহু দেব দেবীর উপাসনা করা হবে । গাছপালাকে ভগবান মানার প্রবৃত্তি মানুষের মনে তৈরী হবে, ভালো কাজের আড়ালে খারাপ কাজ করার প্রবৃত্তি তৈরী হবে, বিচ্ছিন্নতাবাদ ইত্যাদিতে ভরে যাবে । ঠিক সেই সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছিল ।

সপ্তম শতাব্দীর শুরুতে রোমান এবং পারসীয়ান সাম্রাজ্যের যে জঘন্য পরিস্থিতি ছিল এত খারাপ পরিস্থিতি আর কখনো ছিল না । বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ক্ষীণ হয়ে যাবার ফলে শাসন ব্যাবস্থা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল । পাদ্রীদের দুষ্কর্মের জন্য খ্রীষ্টান ধর্ম সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে পড়েছিল । পারস্পরিক সংঘর্ষ এবং শত্রুতার জন্য পরিস্থিতি একেবারে ক্ষীন হয়ে পড়েছিল । সেই সময় হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে পাঠানো হয়েছিল । ইসলাম ধর্ম রোমান সাম্রাজ্যের সংঘর্ষ থেকে অনেক দুরে ছিল । এই ধর্মের ভাগ্যে এটাই লেখা ছিল যে তুফানের গতিতে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে যাবে এবং তাঁর প্রতিদ্বন্দী বহু সাম্রজ্যকে, শাসকদিগকে এবং সামাজিক কুপ্রথাকে এমনভাবে উড়িয়ে দেবে ঝঞ্ঝা যেরকম মাটিকে উড়িয়ে দেয় ।[১৫] এই কথা সেল সাহেব কুরআন শরীফের অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন, "গির্জার পাদ্রীরা ধর্মকে

টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল এবং সমস্ত প্রকার শান্তি প্রেম এবং যা কিছু ভাল ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। লোকেরা মূল ধর্ম ভূলে গিয়েছিল।

ধর্মের ব্যাপারে তারা নিজেরাই বিভিন্ন বিচারধারা তৈরী করে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহে লিপ্ত ছিল। এই ধরাপৃষ্ঠে রোমান গির্জাঘরের মধ্যে ধর্মের নামে ভ্রান্ত মতবাদ প্রসারিত হতে শুরু হয় এবং নির্লজ্যভাবে মূর্তীপুজা করা হয়।"[১৬] এর ফলস্বরুপ একটি ঈশ্বরের স্থানে তিনজন ঈশ্বরের পুজা শুরু হয় এবং হযরত মরিয়ম (আঃ) ঈশ্বরের মা বলে মনে করা হয়। অজ্ঞতার এই সময়ে আল্লাহ নিজের অন্তিম রসুল (অবতার) প্রেরণ করেন।

এখানে দ্বিতীয় কথা হল, অন্তিম অবতার সেই সময় আসবেন যখন যুদ্ধের সময় তরবারির ব্যাবহার করা হয় এবং ঘোড়ার উপর যাতায়াত হবে। ভগবত পুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে, 'দেবতার দ্বারা প্রদত্ত দ্রুতগামী ঘোড়ায় আরোহন করে আটটি ঐশ্বর্যে এবং পরিপূর্ণ সেই জগৎপতি দুষ্টদেরকে দমন করবেন।'[১৭] তরবারি এবং ঘোড়ার যুগ তো এখন সমাপ্ত হয়ে গেছে। আজ থেকে প্রায় চোদ্দশত বছর আগে ঘোড়া এবং তরবারীর ব্যবহার করা হত। এর একশত বছর পর বারুদের নির্মান সোডা এবং কয়ালার সংমিশ্রনে হয়। বর্তমান যুগে ঘোড়া এবং তরবারীর জায়গায় টেঙ্ক এবং মিশাইল ব্যাবহার করা হয়।

কল্কি অবতারের স্থান

কল্কি পুরাণ এবং ভগবত পুরাণে কল্কি অবতারের জন্মস্থান শম্ভল নামক গ্রামে হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে প্রথমে এটা নিশ্চিত করা উচিৎ যে শম্ভল কোন গ্রমের নাম না কোন গ্রামের বৈশিষ্ট। ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ের মত অনুযায়ী 'শম্ভল' কোন গ্রামের নাম হতে পারে না, কেননা যদি শম্ভল কোন গ্রামের নাম হত তাহলে তার সেই গ্রামের অবস্থান সম্পর্কেও বলা হত। ভারতে খোঁজাখুজির পর যদি শম্ভল নামক কোন গ্রামের নাম পাওয়াও যায় তাহলে সেখানে প্রায় পনেরোশত বছর আগে কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেনি যনি মানবজাতিকে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ন হয়েছেন। তাহলে অন্তিম অবতার তো কোন খেলার বস্তু নয় যে তিনি অবতারিত হবেন এবং সমাজে কোন পরিবর্তন হবে না, অতএব শম্ভল শব্দের বৈশিষ্ট মেনে নিয়ে তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থের বিচার করা প্রয়োজনীয়,

১) 'শম্ভল' শব্দ 'শন' ধাতু থেকে উৎপন্ন হয়েছে অর্থাৎ যে স্থানে শান্তি লাভ হয়।

২) সম্ উপসর্গ পৃথক ‘ব’ ধাতুতে অপ্ প্রত্যয় যোগ করে ‘সংবর’ হয়েছে। ‘অবয়োর ভেদঃ’ এবং ‘য়লযোর ভেদঃ’ এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শম্ভল উৎপন্ন হয়েছে। যার অর্থ হল - ‘যা নিজের প্রতি অন্যকে আকৃষ্ট করে অথবা যার দ্বারা অন্যকে নির্বাচিত করা হয়।’

৩) নির্ঘন্টের (১/১২/৮৮) উদকনামা অধ্যায়ে ‘শম্ভর’ শব্দ লেখা আছে। ‘র’ এবং ‘ল’ এর মধ্যে মূলগত কোন পার্থক্য না থাকার জন্য ‘শম্ভল’ এর অর্থ হবে - জলের সমীপবর্তী স্থান।[১৮]

ঠিক সেই রকম সেই স্থানের আসেপাশে জল থাকবে এবং সেই স্থান অত্যন্ত আকর্ষিত এবং শান্তিদায় হবে, সেই জায়গাটাই হল সম্ভল। অবতারের স্থান পবিত্র হয়। ‘শম্ভল’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল - শান্তির জায়গা। মক্কাকে আরবীতে ‘দারুল আমান’ বলা হয়, যার অর্থ হল শান্তির ঘর। হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর কর্মস্থল ছিল মক্কা।

জন্ম তিথি

কল্কি পুরাণে অন্তিম অবতারের জন্মের উল্লেখও করা হয়েছে। সেই পুরাণে দ্বিতীয় অধ্যায়ে ১৫ নং শ্লোকে আছে,

“দ্বাদশ্যাং শুক্ল পক্ষস্য, মাধবে মাসি মাধবম্।
জাতো দদৃশতুঃ পুত্রং পিতরৌ হৃষ্টমানসৌ।।”

অর্থাৎ “যার জন্ম নেওয়ার ফলে দুখী মানবজাতির কল্যান হবে, তার জন্ম হবে বসন্ত কালের শুক্লপক্ষে এবং রবিশষ্যের সময়ে চাঁদের ১২ তারিখে।”

অন্য একটি শ্লোকে আছে, কল্কি শম্ভল গ্রামে বিষ্ণুযশ নামক পুরোহিতের বাড়িতে জন্মগ্রহণ করবেন।[১৯] পক্ষান্তরে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মও ১২ রবিউল আওয়াল হয়েছিল। রবিউল আওয়াল শব্দের অর্থ হল ঃ মাধব মাস বা বসন্ত কাল। তিনি মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন। কল্কি অবতারের পিতার নাম বিষ্ণুযশ বলা হয়েছে, আর হযরত মুহাম্মাদের পিতার নাম ছিল আব্দুল্লাহ। বিষ্ণুযশ শব্দের যা অর্থ আব্দুল্লাহ শব্দেরও তাই অর্থ। বিষ্ণু মানে আল্লাহ এবং যশ মানে হল বান্দা = অর্থাৎ আল্লাহর বান্দা = আব্দুল্লাহ।

অনুরুপ কল্কি অবতারের মায়ের নাম বলা হয়েছে সুমতি, যার অর্থ হল ঃ শান্তি এবং মননশীল স্বভাবযুক্তা । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মায়ের নাম ছিল আমীনা, যার অর্থ হল ঃ শান্তিময়ী ।

অন্তিম অবতারের বৈশিষ্ট

কল্কি অবতারের বৈশিষ্টের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনচরিতের সাথে হুবহু মিলে যায় । এই বৈশিষ্টগুলোকে তুলনামূলকভাবে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে,

কল্কি অবতারের বৈশিষ্টের সঙ্গে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জীবনচরিতের সাথে হুবহু মিলে যায় । এই বৈশিষ্টগুলোকে তুলনামূলকভাবে নিচে আলোচনা করা হচ্ছে,

১) অশ্বারোহী এবং খড়্গধারী ঃ আগেই বলা হয়েছে যে ভগবৎপুরাণে কল্কি অবতারের ব্যাপারে অশ্বারোহী এবং খড়্গধারী হবেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তিনি এমন ঘোড়ায় আরোহন করবেন যেটা খুব দ্রুতগামী হবে এবং তা দেবতা প্রদত্ত হবে । তরবারীর দ্বারা তিনি দুষ্টের দমন করবেন । ঘোড়ায় আরোহন করে তিনি দুষ্টের দমন করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কেও ফেরেস্তা দ্বারা ঘোড়া দান করা হয়েছিল, যার মান ছিল বুরাক । তাতে চড়ে অন্তিম রসুল রাত্রি বেলায় তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছিলেন । তাকে 'মিরাজ' বলা হয় । এই রাতি তিনি আল্লাহর সঙ্গে কথা বলেন এবং তাঁকে বাইতুল মুকাদ্দাসেও (জেরুজালেম) নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ।

ঘোড়া হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর প্রিয় জন্তু ছিল । তাঁরা কাছে সাতটি ঘোড়া ছিল । হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, আমি মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ঘোড়ায় আরোহন করে গলায় তরবারী ঝুলানো অবস্থায় দেখেছি ।[২০] তাঁর কাছে ৯ টি তরবারী ছিল । বংশ পরম্পরায় তিনি জুলফিকার, কালীয়া নামক তরবারী পেয়েছিলেন ।

২) দুষ্টের দমন ঃ কল্কি অবতারের মুখ্য বৈশিষ্টের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট হল যে তিনি দুষ্টকে দমন করবেন ।[২১] ধর্মের প্রচার এবং দুষ্টকে দমন করার জন্য আকাশ থেকে দেবতাগণ অবতরণ করবেন ।[২২] হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দুষ্টদের দমন করেন । তিনি ডাকাত, লুণ্ঠনকারী, এবং দুর্বৃত্তগণকে সংশোধন করে মানবতার

শিক্ষা দান করেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেদের সংশোধন করে সুন্দর সংস্কারে সমাজে থাকার উপযোগি বানান । একেশ্বরবাদের সাথে সাথে তিনি সমস্ত দেবতাদের তালগোল পাকানো ব্যাবস্থাকে খন্ডন করেন এবং বলেন যে ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয় বরং এটা সনাতন ধর্ম । দুষ্টকে দমন করার সময় তাঁকে ফেরেস্তাদের দ্বারা সাহায্য করা হয় । কুরআন মজীদে আল্লাহ বলেছেন যে, আল্লাহ তোমাকে বদরের যুদ্ধে সহযোগিতা করেন এবং তোমরা সংখ্যায় খুব কম ছিলে, তাহলে তোমাদের উচিৎ যে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর শুকরিয়া আদায় করা । যখন তোমরা মোমেনদিগকে বলছিলে যে আল্লাহ যে তোমাদেরকে তিন হাজার ফেরেস্তা দিয়ে সাহায্য করেছেন তা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট নয় ? বরং যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর ও সংযমী হও এবং তারা যদি স্বেচ্ছায় তোমাদের প্রতিপালক পাঁচ হাজার বিশিষ্ট ফেরেস্তা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন ।[২৩]

সুরা আহযাব এর মধ্যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ঐশ্বরিক ভাবে সাহায্য করার কথা বলা হয়েছে । এই সুরার ৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে, “হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহর সেই কৃপাকে স্মরণ কর যখন তোমাদের বিরুদ্ধে সেনা এসেছিল তখন আমরাও তাদের বিরুদ্ধে আকাশপথে সেনা প্রেরণ করি, যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি আর যা কিছু তোমরা করছিলে আল্লাহ তা দেখছিলেন ।” এইভাবে দুষ্টকে নাশ করার জন্য ঈশ্বর হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে সাহায্য করার জন্য নিজের ফেরেস্তা এবং সেনা প্রেরণ করেন ।

৩) জগদপতি বা জগদগুরু ঃ পতি শব্দ ‘পা’ (রক্ষা করা) ধাতুর সাথে উতি প্রত্যয় যোগে উৎপন্ন হয়েছে । জগৎ শব্দের অর্থ হল ব্রম্ভান্ত । অতএব জগদপতি শব্দের অর্থ হল সমগ্র ব্রম্ভান্ডের রক্ষাকারী । ভগবৎপুরাণে কল্কি অবতারকে জগদপতি বলা হয়েছে ।[২৪]

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জগদপতি[২৫] বা জগদগুরু ছিলেন, কেননা তিনি পতনশীল সমাজকে ধ্বংশের হাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন । সেগুলোকে রক্ষা করেন এবং সরল পথে পরিচালিত করেন । কুরআন শরীফে আছে : “হে মুহাম্মাদ ঘোষনা করে দাও তুমি সমগ্র বিশ্ব জাহানের নবী ।”[২৬] অন্য জায়গায় আছে : “অত্যন্ত বরকতময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর পবিত্র গ্রন্থ অবতীর্ন করেছেন যাতে তিনি সমগ্র বিশ্ব ব্রম্ভান্ডকে পাপ থেকে ভীতি প্রদর্শ করতে পারেন ।”[২৭]

৪) চারজন ভাইয়ের সঙ্গে যুক্ত ঃ কল্কি পুরাণ অনুযায়ী চারজন ভাইয়ের সঙ্গে মিলিত হয়ে কল্কি কলি (শয়তান) দমন করবেন ।[২৮]

মুহাম্মাদ (সাঃ)ও চারজন সঙ্গীর সহযোগিতায় শয়তানকে দমন করেন । সেই চার সাথী যথাক্রমে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ), হযরত ওমর ফারুক (রাঃ), হযরত উসমান গনী (রাঃ) এবং হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন ।

৫) অন্তিম অবতার ঃ কল্কিকে অন্তিম যুগের অন্তিম অবতার বলা হয়েছে ।[২৯] মুহাম্মাদ (সাঃ)ও ঘোষনা করেছিলেন যে আমি অন্তিম রসুল ।

'বাচস্পত্যম' এবং 'শব্দকল্পতরু' গ্রন্থে কল্কি শব্দের অর্থ বলা হয়েছে যে আনার বা ডালিম ফল ভক্ষণকারী এবং কলঙ্ক ধৌতকারী । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও ডালিম বা খেজুর ফল খেতেন এবং তিনি প্রাচীন কাল থেকে প্রচলিত অংশীবাদীতা (শির্ক) এবং নাস্তিকতা (কুফর)কে ধৌত করেন ।[৩০]

৬) উপদেশ এবং উত্তর দিকে গমন ঃ কল্কি জন্মগ্রহণের পর পাহাড়ের দিকে চলে যাবেন এবং সেখানে তিনি পরশুরামের কাছ থেকে জ্ঞান লাভ করবেন । পরে তিনি উত্তর দিকে প্রত্যাবর্তন করবেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ও জন্মের কিছু দিন পরে পাহাড়ে (হেরা গুহায়) চলে গিয়েছিলেন এবং সেখানে জিব্রাইল (আঃ) এর মাধ্যমে আল্লাহর জ্ঞান অর্জন করেন । তারপর তিনি উত্তরে মদীনা গিয়ে সেখান থেকে দক্ষিন দিকে প্রত্যাবর্তন করেন এবং নিজের স্থানকে জয় করেন । পুরাণে কল্কি অবতারের ব্যাপারে এই কথাই লেখা আছে ।

৭) আটটি গুনে গুণান্বিত ঃ কল্কি অবতারকে ভগবৎপুরাণের ১২ শ স্কন্দ, দ্বিতীয় অধ্যায়ের মধ্যে 'অষ্টৈশ্বর্যগুণান্বিতঃ' (আটটি গুণে গুণান্বিত) বলা হয়েছে । এই আটটি ঈশ্বরীয় গুণ মহাভারতেও উল্লেখ করা হয়েছে, সেই গুণগুলি হল যথাক্রমে,

(ক) তিনি মহান জ্ঞানী হবেন ।
(খ) তিনি উচ্চ বংশীয় হবেন ।
(গ) তিনি ইন্দ্রিয় দমনকারী হবেন ।
(ঘ) তিনি শ্রুতিজ্ঞানী হবেন ।
(ঙ) তিনি পরাক্রমী হবেন ।

(চ) তিনি অল্পভাষী হবেন ।
(ছ) তিনি দানী হবেন ।
(জ) কৃতজ্ঞতাসম্পন্ন হবেন ।[৩১]

এখন আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর এই গুণগুলিকে নিয়ে যথাক্রমে আলোচনা করব । মুহাম্মাদ (সাঃ) মহান জ্ঞানী ছিলেন । তাঁর মধ্যে প্রজ্ঞা গভীর ছিল ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রদান করেন যা হুবহু সত্য বলে প্রমাণ হয় ।

আগেই বলা হয়েছে যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন যে রোমবাসীরা প্রথমে হেরে যাবে এবং পরে বিজয় লাভ করবে । তাঁর দুরদর্শীতার অনেক উদাহরণ রয়েছে যাতে তাঁর উচ্চ জ্ঞান সম্পন্ন হওয়ার ব্যাপারে বোঝা যায় ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) উচ্চ বংশে জন্মলাভ করেন । তাঁর জন্ম কোরেশ বংশে বনু হাশিম পরিবারে হয়েছিল যাঁরা আরবদের নিকট সম্মানীয় এবং কাবার পরম্পরাগত ভাবে সংরক্ষক ছিলেন ।

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে ইন্দ্রিয়দমনের ও আত্মনিয়ন্ত্রনের গুণও ঐশ্বরিকভাবে দেওয়া হয়েছিল । তিনি আত্মপ্রশংসা থেকে দুরে থাকতেন এবং তিনি দয়ালু, শান্ত, ইন্দ্রজীৎ এবং উদার ছিলেন ।[৩২]

তিনি শ্রুতিজ্ঞানীও ছিলেন । শ্রুত এর অর্থ হল, ‘যিনি ঈশ্বরের বাণী শুনতে পান এবং ঋষিদের দ্বারা শুনতে পান ।’ মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর জিব্রাইল নামক ফেরেস্তার মাধ্যমে ঐশ্বরিক জ্ঞান প্রদান করা হত । লেনপুল নিজের পুস্তক “Introduction; Speeches of Muhammad” এর মধ্যে লিখেছেন যে মুহাম্মাদ (সাঃ) দেবদুতের সহযোগিতায় ঈশ্বরীয় বাণী প্রেরণ করার ঘটনা একেবারে নিঃসন্দেহে সত্য । স্যর উইলিয়াম ম্যুরও লিখেছেন যে তিনি (মুহাম্মাদ) ঈশ্বরের প্রতিনিধি ছিলেন ।[৩৩]

আটটি গুণের মধ্যে পঞ্চম গুণ হল পরাক্রমশীলতা । রসুলুল্লাহ (সাঃ) যথেষ্ট পরাক্রমশালী ছিলেন । তাঁর এই পরাক্রমশীলতার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন সেটা হল,

'কোরেশ বংশীয় রুকানা পালোয়ান একটি গুহার মধ্যে উপস্থিত ছিল । তাকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ঈশ্বরকে ভয় না করার এবং তার উপর বিশ্বাস না করার কারণ জানতে চায়লেন । তখন পালোয়ান ঈশ্বরের সত্যতার ব্যাপারে জানতে চায়লেন । তখন মুহাম্মাদ (সাঃ) বললেন, তুমি বড় বীরপুরুষ, যদি তোমাকে কুস্তিতে হারিয়ে দিতে পারি তাহলে তুমি (আল্লাহকে) বিশ্বাস করবে ? রুকানা তাতে রাজী হয়ে গেল । তখন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) তাকে হারিয়ে দিলেন । (আল্লামা কাজী সালমান মনসুরপুরী তাঁর নবীর জীবনী গ্রন্থ 'রহমাতুল্লিল আলামিন' এর মধ্যে 'শিফা' নামক পুস্তকের ৬৪ পৃষ্ঠার উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন যে, হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) রুকানাকে তিনবার পরাস্ত করেন, তবুও রুকানা পালোয়ান হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)কে পয়গম্বর বলে মানেনি এবং ঈশ্বরকে সত্য বলে বিশ্বাস করেনি ।

আটটি গুণের মধ্যে অল্পভাষীও হল একটি গুণ । আল্লাহর রসুল (সাঃ) কম কথা বলতেন । অধিক সময় তিনি চুপ থাকতেন কিন্তু তিনি যা বলতেন তা এতই প্রভাবশালী ছিল যে লোকেরা তা কখনো ভূলত না ।[৩৪]

দান করা মহাপুরুষের একটি অন্যতম মহান গুণ । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) দানকার্য থেকে কখনো পিছু হাটতেন না । সেইজন্য তাঁর ঘরে গরীব লোকের ভীড় লেগেই থাকতো । তাঁর ঘর থেকে কেও কখনো নিরাশ হয়ে ফিরে যায়নি ।

মুহাম্মাদ (সাঃ) এর গুণের মধ্যে কৃতজ্ঞতাসম্পন্নও একটি মহান গুণ ছিল । তিনি কারো উপকার কখনো ভূলতেন না । আনসারদের প্রতি তাঁর বাণী কৃতজ্ঞতা সম্পন্নতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ ।[৩৫] সুতরাং এটা প্রমাণ হয়ে গেল যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর মধ্যে ঐশ্বরিক আটটি গুণ ছিল ।

৮) শরীর থেকে সুগন্ধী বের হওয়া ঃ ভগবৎপুরাণে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে যে কল্কি অবতারের শরীরে এমন সুগন্ধী বের হবে যাতে লোকেরা মোহিত হয়ে যাবে । তাঁর শরীর থেকে সুগন্ধী বের হয়ে লোকেদের মনকে নির্মল করে দেবে ।[৩৬] শামায়েলে তিরমিযী নাম গ্রন্থে লেখা আছে যে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শরীরে খুশবু

বের হওয়াটাতো প্রসিদ্ধ বটেই বরং মুহাম্মাদ (সাঃ) যাঁর সঙ্গে হাত মেলাতেন তার হাত থেকেও সারাদিন সুগন্ধী বের হত ।[৩৭]

একবার হযরত উম্মে সুলৈত হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর শরীরের ঘামকে জমা করেন । নবী (সাঃ) এর জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, আমরা এই ঘামকে সুগন্ধীর সঙ্গে মিশ্রন করে দিই কেননা এই ঘাম সমস্ত সুগন্ধীদ্রব্যের থেকেও উত্তম ।

৯) অনুপম এবং কান্তিময় হওয়া ঃ কল্কি অবতার অনুপম এবং কান্তিময় হবেন ।[৩৮] বুখারী শরীফের হাদীস অনুযায়ী মুহাম্মাদ (সাঃ) সমস্ত ব্যাক্তিদের থেকেও সুন্দর ছিলেন এবং সকলের থেকে অধিক মার্যাদাবান এবং যোদ্ধা ছিলেন ।[৩৯] স্যর উইলিয়াম ম্যুরও মুহাম্মাদ (সাঃ) কে অতি রুপবান, পরাক্রমী এবং দানী বলেছেন ।[৪০]

১০) ঐশ্বরিক বাণী দ্বারা আদিষ্ট হওয়া ঃ ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় ‘কল্কি অবতার আউর মুহাম্মাদ সাহব’ এর ৫০, ৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, ‘কল্কির ব্যাপারে ভারতে একথা প্রসিদ্ধ যে তিনি যে ধর্ম স্থাপন করবেন সেটা হবে বৈদিক ধর্ম এবং তাঁর দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা হবে ঐশ্বরি শিক্ষা । মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপর অবতারিত কুরআন হল ঐশ্বরিক বাণী, এটা তো সকলের কাছে স্পষ্ট, যদিও হঠকারী লোক তা মানে না । কুরআনে যে নীতি, সদাচার, প্রেম, উপকারীতা ইত্যাদির ব্যাপারে প্রেরণা দেওয়া হয়েছে তা বেদের মধ্যেও রয়েছে । কুরআন শরীফে মূর্তী পুজার খন্ডন করা হয়েছে, একেশ্বরবাদের (তওহীদ) শিক্ষা, পরস্পরের প্রতি প্রেমের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে । বেদের মধ্যে ‘একম্ সত’ বা বিশ্ববন্ধুত্বের ঘোষনা করা হয়েছে । বেদের মধ্যে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কুরআনের শিক্ষা দ্বারা মুসলমান দিনে পাঁচবার নামায পড়া বাধ্যতামূলক পক্ষান্তরে ব্রাম্ভনবর্গের বিরলে লোকেরাই ত্রিকাল সান্ধ কারীরা মিলিত হবে ।

এখানে এই কথা অবশ্যই বলা উচিৎ যে বেদ এবং কুরআনের শিক্ষার মধ্যে অনেক সামঞ্জস্য রয়েছে । উদাহরণস্বরুপ, বেদ, গীতা, এবং স্মৃতি গ্রন্থে এক ঈশ্বরের ভক্তির আদেশ করা হয়েছে এবং নিজের খারাপ কাজের ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্যও সেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনার আদেশ দেওয়া হয়েছে । কুরআনে আছে, ঃ “হে নবী ! আপনি বলে দিন, আমি তোদেরই মতো একজন মানুষ । আমার প্রতি ওহি করা হয় যে, তোমাদের মাবুদ একমাত্র মাবুদ । অতএব তুমি তাঁরই পথ দৃঢভাবে অবলম্বন কর এবং তাঁরই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর ।”[৪১] ড. উপাধ্যায়

বলেছেন যে কল্কি এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে যে অভুতপূর্ব সামঞ্জস্য আমি পেয়েছি তা দেখে তা দেখে আশ্চর্য হই যে যে কল্কির প্রতিক্ষায় ভারতীয়রা বসে আছে, তিনি চলে এসেছেন এবং তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ সাহব ।[৪২]

উপনিষদেও মুহাম্মাদ (সাঃ) এর বিবরণ

উপনিষদের মধ্যেও মুহাম্মাদ সাহেবের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ পাওয়া যায় । নাগেন্দ্রনাথ বসু দ্বারা সম্পাদিত বিশ্বকোষের দ্বিতীয় খন্ডে উপনিষদের সেইসব শ্লোকের উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে ইসলাম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কিত রয়েছে । এর মধ্যে কিছু মুখ্য শ্লোক এবং তার অর্থ নিচে দেওয়া হল যাতে পাঠক এর বাস্তবতা বুঝতে পারেন ।

অস্মাল্লাং ইল্লে মিত্রাবরুণা দিব্যানি ধত্ত ।
ইল্লল্লে বরুণো রাজা পূনর্দূদঃ ।
হয়ামিত্রৌ ইল্লাং ইল্লল্লে ইল্লাং বরুণৌ মিত্রস্তেজস্কামঃ ।।১।।
হোতারমিন্দ্রো হোতারমিন্দ্র মহাসুরিন্দ্রাঃ ।
অল্লো জ্যেষ্ঠং শ্রেষ্টং পরমং পূর্ণ ব্রাম্ভণং অল্লাং ।।২।।
অল্লো রসুল মহামদ রকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ।।৩।।
(অল্লোপনিষদ, ১,২,৩)

অর্থাৎ "এই উপাস্যের নাম আল্লাহ । তিনি এক । মিত্র, বরুণ হল তার বিশেষন । বাস্তবে আল্লাহই হলেন বরুন তিনি সমস্ত সৃষ্টির বাদশাহ । বন্ধুগণ ! সেই আল্লাহকেই নিজের উপস্য মনে করো । তিনিই বরুণ এবং একজন বন্ধুর মতো সমস্ত লোকের কাজ করান । তিনিই ইন্দ্র, শ্রেষ্ট ইন্দ্র । আল্লাহ সবার থেকে বড়, সবথেকে উত্তম, সবথেকে পূর্ণ এবং সবথেকে বেশী পবিত্র । মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর শ্রেষ্ট রসুল । আল্লাহ আদি অন্ত এবং সমস্ত সৃষ্ট জগতের পালনকর্তা । সমস্ত ভাল কাজ আল্লাহর জন্যই । বাস্তবে আল্লাহই সূর্য, চাঁদ এবং নক্ষত্র সৃষ্টি করেছেন ।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতি দ্বারা এটা নির্বিচিত্রে স্পষ্ট যে সর্বশক্তিমান আল্লাহ হলেন এক এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) তাঁর প্রেরিত বার্তাবাহক (পয়গম্বর) । এই উপনিষদের অন্য শ্লোকেও ইসলাম এবং পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ব্যাপারে কথা বলা হয়েছে । এই উপনিষদের পরবর্তী শ্লোকে বলা হয়েছে,

আদল্লা বুক মেককম্ । অল্লবুক নিখাদকম্ ।।৪।।
অলো যজ্ঞেন হুত হুত্বা অল্লা সূর্য চন্দ্র সর্বনক্ষত্রা ঃ ।।৫।।
অল্লো ঋষিনাং সর্ব দিব্যাং ইন্দ্রায় পূর্ব মায়া পরমন্তরিক্ষা ।।৬।।
অল্লহঃ পৃথিব্যা অন্তরিক্ষং বিশ্বরুপম্ ।।৭।।
ইল্লাংকবর ইল্লাংকবর ইল্লাং ইল্লল্লেতি ইল্লল্লাঃ ।।৮।।
ঔম্ অল্লা ইল্লল্লা অনাদি স্বরুপায় অথর্বণ শ্যামা হুহ্রি জনান পশূন সিদ্ধান জলবারন্ অদৃষ্টং কুরু কুরু ফট ।।৯।।
অসুরসংহারিণী হ্রং হ্রিং অল্লো রসুল মহমদরকবরস্য অল্লো অল্লাম্ ইল্লল্লেতি ইল্লল্লা ।।১০।।

(অল্লোউনিষদ)

অর্থাৎ "আল্লাহ সমস্ত ঋষি পাঠিয়েছেন এবং চন্দ্রমা, সূর্য এবং তারাকে সৃষ্টি করেন । তিনিই সমস্ত ঋষি পাঠিয়েছেন এবং আকাশ সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ ব্রম্ভান্ড (জমীন এবং আকাশ) সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ শ্রেষ্ট, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই । হে পুজারী ! তুমি বলে দাও, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই । আল্লাহ অনাদি । তিনি সমস্ত বিশ্বের পালনকর্তা । মুহাম্মাদ (সাঃ) আল্লাহর রসুল (বার্তাবাহক), যিনি এই বিশ্বের পালনকর্তা । অতএব ঘোষনা করে দাও আল্লাহ এক এবং তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই ।"[৪৩]

প্রাণনাথী সম্প্রদায়ের শিক্ষা

হিন্দুদের মধ্যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাণনাথী সম্প্রদায় উল্লেখযোগ্য । এর প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রবর্তক হলেন মহামতি প্রাণনাথ । জন্মের সময় তাঁর নাম ছিল মেহরাজ ঠাকুর । প্রাণনাথীর জন্ম ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটের জামনগরে হয়েছিল । তিনি মনুষ্যজাতিকে একেশ্বরবাদের শিক্ষা দেন এবং একজন নিরাকার ঈশ্বরের পুজা উপাসনা করার প্রতি জোর দেন । তিনি নবুওয়াত অর্থাৎ ঈশ্বর প্রদত্ত দূতের ধারণার সমর্থন করেন এবং এটাকে সঠিক বলে ঘোষনা করেন । প্রাণনাথজী বলেন,

"কৈ বড়ে কহে পৈগম্বর, পর এক মুহাম্মাদ পর খতম ।"

অর্থাৎ ধর্মগ্রন্থের মধ্যে পয়গম্বরদিগকে বড় বলা হয়েছে, কিন্তু মুহাম্মাদ সাহেবের মাধ্যমে ঈশ্বরপ্রদত্ত দুতের শৃঙ্খলা সমাপ্ত হয়ে গেছে । রসুল মুহাম্মাদ অখেরী (অন্তিম) পয়গম্বর ।[৪৪]

প্রাণনাথজী অন্য এক স্থানে লিখেছেন,

"রসুল আওয়েগা তুম পর, লে মেরা ফুরমান ।
আয়ে মেরে আরস কি, দেখি সব পেহচান ।।"

অর্থাৎ (ঈশ্বর বলেছেন ঃ) আমার রসুল মুহাম্মাদ তোমাদের কাছে বার্তা নিয়ে আসবে । তিনি বিশ্বে আগমন করে তোমাদেরকে আমার আরস বা পরমধাম এর ব্যাপারে সমস্ত রকম ভাবে পরিচয় করানোর জন্য কিছু সংকেত দান করবেন ।[৪৫]

হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এবং বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ

অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয় এবং মুহাম্মাদ (সাঃ)

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থে যে অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে, তিনি হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই প্রমাণিত হন । 'বুদ্ধ' বৌদ্ধ ধর্মের পরিভাষায় ঋষিকে বলা হয় । গৌতম বুদ্ধ তাঁর মৃত্যুর সময় নিজের প্রিয় শিষ্য আনন্দাকে বলেন, "হে নন্দা ! এই বিশ্বে আমি প্রথম বুদ্ধও নই এবং অন্তিম বুদ্ধও নই । এই জগৎকে সত্য এবং পরোপকারের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি সময়ে একজন অন্তিম বুদ্ধের আগমন হবে । তিনি পবিত্র অন্তকরণের অধীকারী হবেন । তাঁর হৃদয় শুদ্ধ হবে । জ্ঞান এবং বুদ্ধির দ্বারা সমস্ত লোকেদের নায়ক হবেন । যেরক আমি বিশ্বকে অনশ্বর সত্যের শিক্ষা দিয়েছি ঠিক সেই রকম তিনিও বিশ্বকে সত্যের শিক্ষা দান করবেন । বিশ্বকে তিনি এবং জীবনদর্শনের শিক্ষা দান করবেন যা শুদ্ধ এবং পূর্ণ হবে । হে নন্দা ! তাঁর নাম হবে মৈত্রেয় ।"[৪৬] 'বুদ্ধ' শব্দের অর্থ হল, 'বুদ্ধি দ্বারা সংযুক্ত' । বুদ্ধ মানবজাতিরই হন, দেবতা হননা ।[৪৭] মৈত্রেয় শব্দের অর্থ হল, 'দয়া দ্বারা যুক্ত' ।

মৈত্রেয়র সঙ্গে মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সামঞ্জস্যতা

অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র মধ্যে বুদ্ধে সমস্ত বৈশিষ্ট পাওয়া স্বাভাবিক । বুদ্ধের মুখ্য বৈশিষ্টগুলি হল,

১) তাঁরা ঐশর্যশালী এবং ধনশালী হবেন ।
২) তাঁরা সন্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হবেন ।

৩) তাঁরা স্ত্রী এবং শাসনকার্যে যুক্ত থাকবেন ।

৪) তাঁরা নিজের পূর্ণ আয়ুকাল বাঁচবেন ।[৪৮]

৫) তাঁরা নিজের কাজ স্বয়ং করবেন ।[৪৯]

৬) বুদ্ধরা কেবল ধর্মপ্রচারক হবেন ।[৫০]

৭) যে সময় বুদ্ধ একাকী থাকেন সেই সময় ঈশ্বর তাঁর সাথীদের রুপে দেবতা এবং রাক্ষস প্রেরণ করেন ।[৫১]

৮) বিশ্বে একই সময়ে কেবল একজন বুদ্ধই থাকেন ।[৫২]

৯) বুদ্ধের অনুসারীরা খাঁটি হয় । যাঁদেরকে কেউ তাঁদের পথ থেকে বিভ্রান্ত করতে পারে না ।[৫৩]

১০) কোন ব্যাক্তি তাঁর গুরু হবেন না ।[৫৪]

১১) প্রত্যেক বুদ্ধ নিজের আগের বুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং নিজের অনুসারীদেরকে 'মার' থেকে বাঁচাবার জন্য সাবধান করেন ।[৫৫] মারের অর্থ হল, খারাপ কাজ এবং বিনাশ প্রসারণকারী । তাঁকে শয়তান বলা হয় ।

১২) অন্যান্য পুরুষের তুলনায় বুদ্ধের গর্দানের হাড় বেশি দৃঢ় হয়, যাতে তিনি ঘাড় ঘোরাবার সময় নিজের পুরো শরীরকে হাতির মতো ঘুরিয়ে নেন ।

এছাড়াও অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয়র অন্য বৈশিষ্ট রয়েছে । মৈত্রেয় দয়াবান হন এবং তাঁকে বোধী বৃক্ষের নীচে সভার আয়োজনকারীও বলা হয়েছে । এই বৃক্ষের নীচে বুদ্ধের জ্ঞান প্রাপ্তি হয় ।

ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায় প্রমাণ করেছেন যে এই সব বৈশিষ্ট হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) জীবনের সঙ্গে মিলে যায় অর্থাৎ অন্তিম বুদ্ধ মৈত্রেয় হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) । ড. উপাধ্যায় দ্বারা এই বিষয়ে প্রস্তুত করা তথ্য হুবহু নীচে বর্ণনা করা হল,

কুরআন শরীফে মুহাম্মাদ সাহেবকে ঐশ্বর্যবান এবং ধনবান হওয়ার ব্যাপারে ঐশ্বীবাণী রয়েছে যে, 'তুমি প্রথমে নির্ধন ছিলে, পরে তোমাকে ধনী (সম্পদশালী) করা হয়েছ ।' মুহাম্মাদ সাহেব ঋষি পদের প্রাপ্তির বহু আগেই ধনী হয়ে গিয়েছিলেন ।[৫৬] মুহাম্মাদ সাহেবর নিকট প্রচুর ঘোড়া ছিল । তাঁর যানবাহনের জন্য 'আলকাসবা' নামক প্রসিদ্ধ উঁটনী ছিল যার উপর চড়ে তিনি মদীনা গিয়েছিলেন এবং কুড়িটি উঁটনী তাঁর ছিল । এই উঁটের দুধ মুহাম্মাদ সাহেব এবং তাঁর সন্তানদের পান করার জন্য যথেষ্ট ছিল, এই সঙ্গে তাঁর অতিথীদের জন্যও সেই দুধ যথেষ্ট ছিল । উঁটনীর দুধ মুহাম্মাদ সাহেব এবং তাঁর সন্তানদের জন্য মুখ্য আহার ছিল । মুহাম্মাদ সাহেবর নিকট সাতটি ছাগল ছিল, যা দুধের মূল উৎস ছিল ।

মুহাম্মাদ সাহেব দুধের জন্য মোষ রাখতেন না, এর কারণ হল যে আরবে মোষ পালন হয় না ।[৫৭] তাঁর সাতটি বাগানের খেজুর ছিল যা পরবর্তীকালে ধর্মীয় কাজের জন্য মুহাম্মাদ সাহেব দান করে দিয়েছিলেন ।

মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট তিনটি ভূমিগত সম্পত্তি ছিল যার অংশ ছিল কয়েক বিঘে জুড়ে । মুহাম্মাদ সাহেবর অধীনে বেশ কয়েকটি কুঁয়াও ছিল । এটা অবশ্যই স্মরনীয় যে আরবে কারো নিকট কুঁয়া থাকাকে বিশাল সম্পত্তির মালিক বলে গন্য করা হত । কেননা সেখানে মরুভূমির সংখ্যা বেশী । মুহাম্মাদ সাহেবের ১২ জন স্ত্রী, চার কন্যা এবং তিনটি পুত্রসন্তান ছিল । বুদ্ধের নিকট স্ত্রী এবং সন্তান থাকাটি হল দ্বিতীয় গুণ । মুহাম্মাদ সাহেবের আগে ভারতে বুদ্ধদের মধ্যে এই গুণ মানমাত্র পাওয়া যেত, কিন্তু মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট সেই গুণ ১২ গুণ বেশী ছিল ।[৫৮]

মুহাম্মাদ সাহেব দেশ শাসনও করেছিলেন । তিনি জীবিতকালেই বড় বড় সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে তাদের উপর প্রভূত্ব কায়েম করেন । আরবের সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি আগের মতো জীবনযাপন করতেন ।[৫৯]

মুহাম্মাদ সাহেব নিজের পূর্ণ আয়ুস্কাল জীবিত ছিলেন । ক্ষণস্থায়ী তিনি জীবনযাপন করেন নি এবং তিনি কারো দ্বারা নিহতও হননি ।

মুহাম্মাদ সাহেব নিজের কাজ স্বয়ং করতেন । তিনি সারা জীবন ধর্ম প্রচার করেন । তাঁর ধর্ম প্রচারের স্বরুপের উদ্‌ঘাটন অনেক ঐতিহাসিকরাও করেছেন ।[৬০]

মুহাম্মাদ সাহেবও তাঁর পূর্ববর্তী ঋষিদের সমর্থন করেন, এই ব্যাপারে আপনারা পুরো কুরআনে লক্ষ্য করতে পারেন । উদাহরণস্বরুপ কুরআনে দ্বিতীয় সুরায় উল্লেখ করা হয়েছে,

"হে ধর্মবিশ্বাসীগণ ! (মুসলমানগণ) তোমরা বল যে আমরা আল্লাহর উপর পুরো বিশ্বাস রাখি এবং যে গ্রন্থ আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর এবং যা কিছু ইব্রাহীম, ইসমাইল এবং ইয়াকুবের উপর এবং তাঁর সন্তানদের (ঋষি) উপর এবং যা কিছু মুসা (আঃ) এবং ইসা (আঃ)কে দেওয়া হয়েছে তার উপরও এবং যা কিছু অন্যান্য ঋষিদেরকে (গয়গম্বর) তাঁদের পালনকর্তার তরফ থেকে উপলব্ধি করানো হয়েছে, তার উপর আমরা বিশ্বাস স্থপন করছি এবং সেই ঋষিদের মধ্যে

কোন রকমের কমবেশী মনে করি না এবং আমরা সেই একজন ঈশ্বরকে মান্যকারী ।”[৬১]

মুহাম্মাদ সাহেব তাঁর অনুসারীদিগকে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বার বার সাবধান করেছেন । কুরআনে শয়তানের হাত থেকে বাঁচার জন্য বলা হয়েছে যে শয়তানকে নিজের বন্ধু বানাবে, তাকে সে বিভ্রান্ত করে দেবে এবং নরকের কষ্টের পথের পথিক বানিয়ে দেবে ।[৬২]

মুহাম্মাদ সাহেবের অনুসারীরা কখনো মুহাম্মাদ সাহেবের প্রদর্শিত পথ থেকে বিচলিত না হয়ে তাঁর খাঁটি শিষ্য অথবা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতেন । মুহাম্মাদ সাহেবের অনুসারীরা আজীবন তাঁর সঙ্গ ছাড়েন নি, তাতে তাঁদের যতোই কষ্টের সম্মুখীন হতে হোক । পৃথিবীতে যে সময় মুহাম্মদ সাহেব বুদ্ধ ছিলেন, সেই সময় আর অন্য কেউ বুদ্ধ ছিলেন না । মুহাম্মাদ সাহেব বুদ্ধ হওয়ার সময় সমগ্র বিশ্বের সামাজিক এবং আর্থিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ ছিল ।

মুহাম্মাদ সাহেবের কোন গুরু পৃথিবীর কোন মানুষ ছিল না । মুহাম্মাদ সাহেব লেখা পড়া করেননি, সেজন্য তাঁকে ‘উম্মি’ বলা হয় । ঈশ্বর দ্বারা মুহাম্মাদ সাহেবের অন্তঃকরণে অবতীর্ণ আয়াতের সমষ্টিই হল কুরআন । প্রত্যেক বুদ্ধের জন্য বোধীবৃক্ষ থাকা আবশ্যক । কোন বুদ্ধের জন্য বোধীবৃক্ষের জন্য অশ্বত্থ, কারো জন্য বটবৃক্ষ এবং কারো জন্য উদুম্বর (গুলর) গাছের ব্যাবহারের কথা বলা হয়েছে । বুদ্ধের জন্য যে বোধীবৃক্ষের কথা বলা হয়েছে সেটা শক্ত এবং ভারি কাষ্ঠযুক্ত গাছের কথা বলা হয়েছে ।[৬৩]

হযরত মুহাম্মাদ সাহেবের নিকট বোধীবৃক্ষরুপে হুদাইবিয়া নামক স্থানে একটি শক্ত ভার কাষ্ঠযুক্ত গাছ ছিল, যার নীচে মুহাম্মাদ (সাঃ) সভা করেছিলেন ।

‘মৈত্রেয়’ শব্দের অর্থ হল ‘দয়া দ্বারা যুক্ত’ । ১৬ অক্টোবর ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ‘লীডার’ এর ৭ পৃষ্ঠায়, ৩ নং কলামে একজন বৌদ্ধ ধর্মগুরু ‘মৈত্রেয়’ শব্দের অর্থ ‘দয়াবান’ করেছেন । মুহাম্মাদ সাহেবও দয়ালু ছিলেন । সেজন্য মুহাম্মাদ সাহেবকে ‘রহমাতুল্লিল আলামিন’ বলা হয়েছে ।[৬৪] যার অর্থ হল, ‘সমগ্র মানবজাতির জন্য দয়াবান ।’ (‘নরাশংস আওর অন্তিম ঋষি’, পৃষ্ঠা-৫৪ থেকে ৫৮)

স্বর্গীয় বোধীবৃক্ষ বিস্তৃত ক্ষেত্রে রয়েছে । বলা হয়েছে যে বুদ্ধ স্থির দৃষ্টি দিয়ে বোধীবৃক্ষ দর্শন করেন । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও জান্নাতে এক বৃক্ষকে দেখেছিলেন, যা ঈশ্বরের সিংহাসনের ডানদিকে বিদ্যমান ছিল । সেই বৃক্ষটি এতো অংশ জুড়ে ছিল যা একজন ঘোড়সওয়ার একশত বছরেও তার ছায়া অতিক্রম করতে পারবে না ।[৬৫] হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)ও সেই স্বর্গীয় বৃক্ষটিকে চোখ জুড়ে দর্শন করেছিলেন ।

মৈত্রেয়র ব্যাপারে এও বলা হয়েছে যে কারো দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সময় তিনি নিজের শরীরের পুরোটাই ঘুরিয়ে দেন । পক্ষান্তরে মুহাম্মাদ সাহেবও তাঁর মিত্রদের দিকে ঘুরে দাঁড়াবার সময় নিজের পুরো শরীর ঘুরিয়ে নিতেন ।[৬৬]

এইভাবে এটাই প্রমাণ হয় যে বৌদ্ধ গ্রন্থে যে মৈত্রেয়র আগমনের ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তিনি হলেন হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ।

জৈন ধর্ম এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)

ড. পি. এইচ. চৌবে লিখেছেন,

"আমি মুহাম্মাদ (সাঃ)কে কল্কি অবতার বলে মানি । পুরাণে এই অবতারের (পয়গম্বর) ব্যাপারে বর্ণনা করা হয়েছে । বলা হয়েছে যে কল্কি অবতার বুদ্ধের অবতারের পরে আসবেন, যাঁর জন্ম শম্ভল নামক নগরে একজন পুজারীর পরিবারে হবে, তাঁর যান ঘোড়া এবং হাতিয়ার তরবারী হবে । তিনি সমগ্র পৃথিবীতে নিজের সত্য ধমর্র বিজয় আনবেন ।" (বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন কল্কি পুরাণ)

জৈন ধর্মের গ্রন্থকাররাও কল্কি অবতারের বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর আগমনের সময়কাল মহাবীর স্বামী নির্বানের এক হাজার বছর পর হবে বলে মান্য করেছেন । মহাবীর স্বামীর নির্বানের বর্ষ প্রায় ৫৭১ খ্রীষ্ট পুর্বাব্দে বলে নিশ্চিতকরণ করা হয়েছে । এইভাবে এক হাজার বছর পর কল্কি অবতারের আগমন হয় । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর জন্মকাল সেই বছরেই পড়ছে যা কল্কি অবতারের আগমনের সময়কাল । কল্কি অবতারের বৈশিষ্ট এবং তাঁর গুণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রয়েছে । একজন প্রসিদ্ধ জৈন লেখক তাঁর গ্রন্থ হরিবংশ পুরাণের মধ্যে লিখেছেন মহাবীরের নির্বানের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে শক রাজার জন্ম হয় এর পর গুপ্তদের ২৩১ বছর শাসনের পর কল্কি অবতারের জন্ম হয় । এই ব্যাপারে শ্লোকটি হল,

"............গুপ্তানাং চশ্ত দ্বয়ম ।
এক বিংবশ্চ বর্ষণি কালবিদ্ ভিরুদা হৃতম ।।৪৯০।।
চিত্বা রিংশ দেবাতঃ কল্কিরাজস্ব রাজতা ।
ততোড জিটংজয়ো রাজা স্যাদিন্দ্রপুর সংস্থিতঃ ।।৪৯১।।"
(জিনসেন কৃত হরিবংশ পুরাণ, অ০ ৬০)

অন্য জৈন গ্রন্থকার গুণভদ্র উত্তর পুরাণে লিখেছেন যে মহাবীরের নির্বানের ১০০০ বছর পর কল্কিরাজের জন্ম হয় । (Indian Antiquary Vol. X V.P. 134)

তৃতীয় জৈন গ্রন্থকার নেমিচন্দ্র নিজের গ্রন্থ 'ত্রিলকসাগর' এর মধ্যে লিখেছেন, "শকরাজের নির্বানের ৬০৫ বছর ৫ মাস পরে এবং শককালের ৩৯৪ বছর ৭ মাস পরে কল্কিরাজের জন্ম হয় ।" এই গ্রন্থে এই ভাব বাক্যটি হল,

"পণছস্যং বস্যপণং মাসজদং গমিয় বীর নিবুই দো ।
সগরাজো সো কল্কি চতুণবতিয় মহিপ সগমাংসং ।।"
(ত্রিলোকসাগর, পৃষ্ঠা ৩২)

এইভাবে এটাই মনে হচ্ছে যে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই সেই ব্যাক্তি ছিলেন যাঁর ব্যাপারে ধর্মাচার্যগণ বলেছেন ।

এটা অবশ্যই সত্য যে যতদিন শাসক শাসন করেন ততদিন পর্যন্ত জনগণ তাঁর নিয়মের পালন করেন, কিন্তু সেই শাসকের সাম্রাজ্য সমাপ্তির পর দ্বিতীয় শাসকের আদেশ শিরোধার্য হয়ে যায় । ঠিক সেই রকম যতদিন পর্যন্ত যে শাস্ত্রজ্ঞ, অবতার, পয়গম্বরের সময়কাল থাকে তাঁর আজ্ঞা-উপদেশের প্রচার প্রসার হয় কিন্তু তাঁর উপদেশের বিকৃতি আসা মাত্রই ঈশ্বরের তরফ থেকে দ্বিতীয় পয়গম্বর, অবতার চলে আসেন তখন তাঁর শাসন চলতে থাকে । এই পরিপ্রেক্ষিতে আজ আমরা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) অন্তিম 'রসুল' অথবা আখেরী অবতার 'কল্কি'র 'শাসনকালে' রয়েছি এবং প্রলয় (কিয়ামত) পর্যন্ত তাঁর শাসনকাল চলবে, যার প্রমাণ পুরাণ, কুরআন এবং অন্য গ্রন্থ থেকে দেওয়া হয়েছে । অতএব আমাদের জন্য এই অন্তিম রাস্তা (হযরত মুহাম্মাদ) এর শাসনে থেকে তাঁর উপদেশ এবং আচার আচরণের অনুসরণ করাটাই আধ্যাত্মিক এবং ব্যাবহারিক উভয় দিক থেকেই উচিৎ । এতে আমাদের দুনিয়া এবং পরকাল উভয়ই সংশোধন হতে পারে ।

অতএব অন্তিম বার্তাবাহক, পয়গম্বর, ‘কল্কি অবতার’ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর উপদেশকে অনুসরণই তাঁর প্রতি সঠিক এবং প্রকৃত অর্থে শ্রদ্ধা অর্পন হবে । এটাই এই সমর্পনের জন্য সঠিক রাস্তা ।”[৬৭]

অনুবাদকের সংযোজন

শুধু ভারতীয় ধর্মগ্রন্থেই নয় বরং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের আগ যত ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে তাদের প্রায় প্রত্যেকটিতেই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী করা হয়েছে । যেমন,

বাইবেলে হযরত ঈশা (আঃ) আমাদের মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী করেছেন । হযরত ঈশা (আঃ) বলেছেন,

“I will pray the Father and he shall give you another Comforter that he may abide with you for ever.” (John 14-10)

অর্থাৎ আমি আমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করব এবং তিনি তোমাদের জন্য আর একজন ‘শান্তিদাতা’ প্রেরণ করবেন । তিনি যেন তোমাদের সঙ্গে চিরকাল থাকতে পারেন ।

“It is expedient for you that I go away I go not away the comforter will not come unto you,” (John 19-7)

অর্থাৎ আমার উচিৎ যে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য চলে যাই, কারণ আমি না গেলে সেই ‘শান্তিদাতা’ আসবেন না ।

“When he is come he will reprove the world of sin, and of rightousness and of Judgement.” (John 16-8)

অর্থাৎ এবং তিনি এসে বিশ্বজগৎকে পাপ থেকে উদ্ধার করবেন এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবেন ।

“I have yet many things to say unto you, But ye cannot bear them now.” (John 16-12)

অর্থাৎ এখন তোমাদের কাছে আমার বহু কথা বলার ছিল কিন্তু তোমরা সে সব এখন হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে না ।

"Howbeit when he, the sprit of truth is come, he will guide you into all truth for shall not ypeak of himself, But what saver he shall, heat that shall he Speak and he will shew you things to come." (John 16-13)

অর্থাৎ যাইহোক সেই সত্য আত্মা যখন আসবেন তখন তিনি পূর্ন সত্যের পথে তোমাদেরকে পরিচালিত করবেন । কারণ তিনি নিজের তরফ হতে কিছুই বলবেন না । তিনি যা বলবেন প্রভূর নিকট হতে শুনেই বলবেন । আর ভবিষ্যতে কি ঘটবে তার নমুনাও তিনি তোমাদেরকে দেখাবেন ।

ভারতীয় ধর্মগ্রন্থের মধ্যে অন্যতম গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবৎ পুরাণে আছে,

"অজ্ঞান হেতু ক্রেত মোহমদ অন্ধকার নাশম্
বিধায়েম হি তদু দেতে বিবেকা ।"

অর্থাৎ- যখন অসংখ্য ব্যাক্তি সামগ্রিক কল্যানের উদ্ভবে মানুষের সত্য সন্ধিৎসা অর্জিত হবে তখন মুহাম্মদের মাধ্যমে অন্ধকার দুর হয়ে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জ্যাতি আবির্ভূত হবে ।

'ভবিষ্য পুরানে' আছে, "সেই সময় মুহাম্মাদ নামক পবিত্র ম্লেচ্ছ সপার্ষদ আসবেন । ...... রাজা ভোজ তাঁদের বলবেন-'হে মরুভূমির বাসিন্দা, শয়তানকে পরাস্তকারী, অলৌকিইতার মালিক, মন্দ থেকে পবিত্র, সত্য অবহিত এবং খোদার প্রেম ও গোপন তত্ত্বের প্রতিমুর্তি তোমাকে নমস্কার । তুমি আমাকে তোমার স্মরণাগত দাস ভাবো । রাজা ভোজের কাছে রক্ষিত পাথরের মূর্তির জন্য মুহাম্মদ বলবেন যে সে তো আমার এঁটো খেতে পারে । এ কথা বলে রাজা ভোজকে এরুপই অলৌকিকতা দেখাবেন । একথা শুনে ও দেখে রাজা ভোজ অত্যান্ত তাজ্জব হয়ে যাবে । আর ম্লেচ্ছধর্মে তার প্রতীতি জন্মাবে ।" (ভবিষ্য পুরাণ, খন্ড-৩, তৃতীয় অধ্যায়, প্রতিশত পর্ব, ৫-১৬ সংখ্যক শ্লোক)

(From the Bhavishwa Purana, Creation, part 3, chapter 3)

Muhammad has been described as the last Messenger of God in the Puranas. Muhammad appeared during the reign of king Bhoja. Seeing a world-wide decline of religion, King Bhoja went to Arabia.

There he met a Mlechcha Master called Muhammad, whom he found surrounded by his companions. The King washed the great Sage of the desert with water from the Ganges [perhaps meaning holy water]; anointed him with sandal-wood paste mixed with the five products of the cow (viz. milk, coagulated milk, butter, liquid and solid excreta); and thereby pleased Lord Shiva. In paying his obeisance he said, " 'O' Master of the desert, destroyer of the monsters, versed in the highest knowledge, protected by the Mlechchas, pure and true, embodiment of conscious and joyful beneficence, mysalutations to you! Accept me, one whose plase is under your feet, as your slave!"-Verses 15-17)

King Bhoja had an idol with him made of stone. When Muhammad saw that, he said, "one whom you worship, eats my left-overs." Saying this, he did indeed feed the idol with his left-overs. When he heard and saw this, King Bhoja was bewildered. He then accepted the Mlechcha religion. Verses 15-17.

During the night, Angel appeared in the garb of a demon, and addressed King Bhoja, " 'O' King! Even though your religion is the best of all religions, from now on, I will name it as a demonic religion, by the command of God. From now on, the one who has got his foreskin removed, who does not wear a tiki, who is bearded, and who invites loudly (i.e. gives Azaan to call to prayers), will be dear to me. He will eat of clean animals. He will rid all religions of their superstitions. This will be my religion." Having said this, the Angel disappeared.- Verses 23-28.

The word Ahmad is so exalted that it has been used in the Rigveda (8:6:10), in the Atharvaveda (20:11:1), in the Samveda (verse 152 and 1500) and in the Bhaviswa Purana, Creation, part 3, chapter 4.

In addition to that, the word Allah has been used in the Rigveda. (9:67:30 and 3:30:10).

হিন্দুদের পবিত্র গ্রন্থ সামবেদে আছে,

“মদৌ বর্তিতা দেবা দকারান্তে প্রকৃত্তিতা ।
বৃষনাং বক্ষয়েৎ সদা মেদা শাস্ত্রেচস্মৃতা ।”

অর্থাৎ যে দেবের নামের প্রথম অক্ষর ‘ম’ এবং শেষ আক্ষর ‘দ’ এবং যিনি বৃষমাংস (গরুর মাংস) ভক্ষণ সর্বকালের জন্য পুনঃ বৈধ করবেন, তিনিই হবেন বেদ অনুযায়ী ঋষি । (The devota whose name starts a ‘ma’ and ends with a ‘Da’ and who re-estabishes the tradition of eating beef, According to the Vedas he is the man who is highly adorable.)

পারসীদের ধর্মগ্রন্থেও হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । সর্বশক্তিমান, ঈশ্বর দেবদূত জরথুষ্টকে ‘জেন্দ আবেস্তা’ গ্রন্থে বলেছেন, “ও জরথুষ্ট, মুসলিম সাথীদের মধ্যে সবথেকে শক্তিশালী হবে ‘সোয়েসন্ত’ (এখনও জন্মাননি) - দের মধ্যে থেকে, যে সমগ্র পৃথিবীকে উদ্ধার করবে ।” (ফারবারদিন যশ্‌ত, ১৩ : ১৭)

ঠিক যেমন জরথুষ্টের অনুগামীরা ক্ষমতা ও খ্যাতির শীর্ষে পৌছেছিল, ঠিক তেমনভাবে, কিছুকাল পরে একটি ধর্ম ও জাতির উদয় ঘটবে যারা পৃথিবীকে নতুন প্রাণ দেবে; এবং এরা তাদের মহামানবকে সঙ্গ দেবে ভয়ঙ্কর যুদ্ধগুলিতে ।

আরও বলা হয়েছে যে, তার নাম হবে বিশ্ববিজয়ী, ‘সোয়েসন্ত’ এবং ‘অস্তভাট - এরেটা’ । তিনি ‘সোয়েসন্ত’ হবেন, কারণ তিনি গোটা পৃথিবীর মঙ্গল করবেন । তিনি ‘অস্তভাট - এরেটা’ হবেন, কারণ তিনি পার্থিব জগৎকে ধ্বংশের হাত থেকে বাঁচাবেন । সেই সমস্ত ভূলের হাত থেকে রক্ষা করবেন যা ধ্বংশ করেছিল পৌত্তলিকদের ও মাজদানীয়দের । (ফারবারদিন যশ্‌ত, ২৮ : ১২৯)

এখানে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । তিনি যে মঙ্গলময় বিজেতা ছিলেন তা তাঁর রক্তপিপাসু বিরোধীদের যে বিধান দিয়েছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় । তিনি তাদের ক্ষমা করেছিলেন । মক্কার পতনের পর তিনি বলেছিলেন, আজ তোমাদের প্রতি কোনও প্রতিশোধ নয় । তাঁর

নাম মুহাম্মাদ (চরম প্রশংসিত) । মুহাম্মাদ ছিলেন সমগ্র বিশ্বের কাছে মঙ্গলময় করুণাস্বরূপ, যেখানে অন্য পয়গম্বরগণ শুধুমাত্র তাদের নিজের লোকের কাছে করুণাস্বরূপ ছিলেন । তিনি যেভাবে পৌত্তলিকদের ও মাজ্‌দানীয়দের ভূল সংশোধন করেছিলেন তা অন্য কোনো পয়গম্বরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়নি, এজন্যই তিনি এক এবং অদ্বিতীয় ।

জরথুষ্ট আরও বলেছেন, “তোমরা এই ঘরের মধ্যে জ্বলতে পারো ! তোমরা দীর্ঘদিন ধরে এই গৃহের মধ্যে পুড়তে পারো । তোমরা এই ঘরে আলো জ্বালতে পারো ! তোমরা এই গৃহের মধ্যে বাড়তে পারো ! এমনকি দীর্ঘকাল ধরে এরূপ হবে । যতদিন না কোন কোনো কল্যানময় শক্তিশালী মহামানব এই পৃথিবীকে উদ্ধার করবে ।” (আতশ ন্যায়ারিশ : ৯)

এখানে ‘এস্তেভাট - এরেটার’ সম্পর্কে যে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে তা হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) ই প্রমাণিত হয় । ‘এস্তেভাট - এরেটার’ র আরবী অনুবাদ জল ‘মুহাম্মাদ’ ।

সুতরাং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের আগে যেসব ধর্ম পৃথিবীতে এসেছে তাদের প্রত্যেকটিতে তাঁর সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে । এর দ্বারাই বোঝা যায় যে বর্তমানে একমাত্র সত্য ধর্ম হল ইসলাম । ইসলাম ছাড়া কোন ধর্মেই মুক্তিলাভ নেই । আগের ধর্মের শরীয়াত মনসুখ (রহিত) হয়ে গেছে ।

এখানে আরও একটি বিষয় স্পষ্ট যে, যেহেতু প্রতিটি ধর্মই হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে এবং তাঁকে অনুসরণ করার তাগিদ দেওয়া হয়েছে তাই হিন্দু, খ্রিষ্টান, ইহুদী, জৈন, বৌদ্ধ, পারসীক ধর্মের ভাইদের বলব আপনারা ইসলাম ধর্মে ফিরে আসুন তাছাড়া কোন মুক্তিলাভের উপায় নেই । কেননা আপনাদের ধর্মগুরুরাই ইসলাম ধর্মকে স্বীকার করার জন্য ভবিষ্যৎবাণী করে গেছেন । কিয়ামতের দিন যখন বিচারের দিনে আপনারা যদি অজুহাত খাড়া করে আল্লাহকে বলেন যে আমরা ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে কিছু জানতাম না তাহলে এই অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না । কেননা আল্লাহ তা’লাই বলতে পারেন তোমরা নিজেদের ধর্মই তো মানোনি । যাদি মানতে তাহলে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কে নবী বলে স্বীকার করে মুসলমান হয়ে যেতে । যেহেতু তোমাদের ধর্মগুরুরাই স্বীকার করতে বলে গেছেন ।

অমুসলিম ভাইদের একটি কথাই বলব আপনারা একবার বুকে হাত দিয়ে চিন্তা করে ভাবুন আপনারা সত্য পথে আছেন কিনা ? (অনুবাদক)

ঃ তথ্যসূত্র ঃ

১) নরাশংসঃ য়ো নরৈঃ প্রশস্যতে, সায়ন ভাষ্য, ঋগ্বেদ সংহিতা, ৫/২/২) মূল মন্ত্র হল- "নরাশংসঃ সুষুদতীমং যজ্ঞমদাভ্যঃ । কবির্হি মধুহস্ত্য ।" 'নরাশংস' শব্দের অর্থ স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী করেছেন যে মানুষের দ্বারা প্রশংসিত । (ঋগ্বেদের হিন্দী ভাষ্য, পৃষ্ঠা ২৫, প্রকাশক ঃ সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা)
২) কল্কি অবতার আওর অন্তিম ঋষি, পৃষ্ঠা-৫ ।
৩) পন্ডিত রবীন্দ্রনাথ ত্রিপঠীর 'কান্তি' ২৮ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বরের সংখ্যা, ১৯৯০, ঋগ্বেদের মূল শ্লোক হল- য়ো রধ্রস্যৌচোদিতায়ঃ কৃশস্য য়ো ব্রাহমণো নাধমানস্য কীরিঃ ।। (ঋগ্বেদ, ২/১২/৬)
৪) নরাশংস মিহপ্রয়ম স্মিন্যজ্ঞ উপ হ্যয়ে । মধুজিহ্বং হবিষ্কৃতম্ । (ঋগ্বেদ সংহিতা ১/১৩/৩)
৫) নরাশংসঃ সুদুষুদতীমং যজ্ঞমদাম্মঃ । কবির্হি মধুহস্ত্যঃ । (ঋগ্বেদ সংহিতা ৫/৫/২)
৬) নরাশংসঃ প্রতি ধামান্যজ্জন তিস্ত্রৌ দিবঃ মহা স্বর্চিঃ ।। (ঋগ্বেদ সংহিতা ২/৩/২)
৭) নরাশংসঃ প্রতি ধামান্যজ্জন তিস্ত্রৌ দিবঃ মহা স্বর্চিঃ ।। (ঋগ্বেদ সংহিতা ২/৩/২)
৮) নরাশংসং বাজিনং বাজয়ন্নিহ ক্ষয়দ্বীরং পুষনং সুম্নৈরীমহে ।
রথং ন দুর্গাদ্ বসবঃ সুদানবৌ বিশ্বস্মান্নো অহংসো নিষ্পিপর্তন ।। (ঋগ্বেদ সংহিতা ১/১০৬/৪)
৯) আল্লামা ইবনে জরির গ্রন্থে এটাই বলা হয়েছে ।
১০) ঋগ্বেদের হিন্দি ভাষ্য, পৃষ্ঠা-১৪০১, সার্বদেশিক আর্য প্রতিনিধি সভা, নতুন দিল্লী ।
১১) এতস্মিন্নন্তিরে ম্লেচ্ছ আচার্যেণ সমন্বিতঃ ।।
মহামদ ইতি খ্যাতঃ শিষ্যশাখা সমন্বিতঃ ।।
১৩) এই গ্রন্থ ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ন্যাশনাল প্রিন্টিং প্রেস, দরিয়াগঞ্জ, দিল্লী থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় ।
১৪) অভিধানে দেওয়া শব্দের ব্যাখ্যায় লেখা হয়েছে ।
এখানে আর একটি কথা পরিস্কারভাবে বলে রাখা উচিৎ যে সংগ্রাম পুরাণের যদিও প্রাচীন পুরাণের মধ্যে গণনা করা হয় কিন্তু এর ভিত্তি হল প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ । যেরকম অন্য পুরাণ অথবা গ্রন্থ এবং বিবেচনার ভিত্তিতে অর্থাৎ প্রাচীন আলোচনার আলোকে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) এর আগমনের পূর্বভাষ দেওয়া হয়েছে । অতএব পুরাণের অর্বাচীন অথবা প্রাচীন হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই ।
১৫) 'Apology for Mohammed', By Gofrey Higgins, Page. 2
১৬) Translation of the Qur'an, By George Sale, First Translation/Preface on pages 25/26
১৭) অশ্বমাশুগমারুহ্য দেবদত্তং জগৎপতিঃ ।
অসিনাসাধুদমনমষ্টৈশ্বর্য গুণান্বিতঃ ।। (ভাগবত্ পুরাণ, ১২ স্কন্ধ, ২ অধ্যায়, ১৯ নং শ্লোক)
১৮) কল্কি অবতার আওর মুহাম্মাদ সাহব, (পৃষ্ঠা ৩০)
১৯) শম্ভলগ্রামমুখ্যাস্য ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ ।
ভবনে বিষ্ণুযশস্যঃ কল্কি প্রাদুর্ভবিষ্যতি ।। (ভাগবত্ পুরাণ, ১২ স্কন্ধ, ২ অধ্যায়, ১৮ নং শ্লোক)
২০) বুখারী শরীফের হাদীস
২১) ভাগবত্ পুরাণ ১২/২/১৯
২২) যাত য়ুয়ং ভুবং দেবাঃ স্বাংশাবতরণে রতাঃ । (কল্কি পুরাণ, অধ্যায় ২, শ্লোক ৭)
২৩) কুরআন শরীফ, সুরা আল ইমারান, আয়াত নং ১২৩, ১২৪ এবং ১২৫
২৪) ভাগবত্ পুরাণ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯ নং শ্লোক
২৫) সংস্কৃত ভাষার ব্যাকরণবিদ্ বামন শিবরাম আপ্টে বলেছেন যে 'পতি' শব্দের অর্থ 'প্রধানতাকারী' (দেখুন সংস্কৃত - হিন্দি অবিধান, পৃষ্ঠা ৫৬৮, মোতিলাল বানারসীদাস পাবলিশার্স, সংস্করণ ১৯৮৯) অর্থাৎ 'জগতপতি' শব্দের অর্থ হল, 'বিশ্বের উপর কতৃত্বকারী । হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) যেভাবে ইসলাম ধর্ম

নিয়ে এসেছেন, যদিও তা মানব জীবনে আগে থেকেই বিদ্যমান ছিল, কিন্তু তাঁর মাধ্যমে পরিপূর্ণতা এবং প্রধানতা প্রাপ্তি হয় । কুরআন শরীফে আল্লাহ বলেছেন ঃ '' আজ তোমাদের জন্য দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের উপর নিয়ামতকেও পূর্ণ করে দিলাম, এবং তোমাদের জন্য ইসলামকে 'দ্বীন' হিসাবে পছন্দ করলাম ।'' (৫ ঃ ৩)

আল্লাহর রসুল (সাঃ) দুনিয়ায় সত্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন, তা প্রসারণ করেছেন এবং লোকেদেরকে এর জন্য আহ্বান করেছেন এবং নিজেও অনুসরণ করেছেন এবং অন্যদের কাছেও এই সত্য বার্তা প্রেরণ করেন । তাঁর দ্বারা পুন্য এবং ভাল কর্ম প্রাধান্য পায় । ভাল আচার আচরণ এবং নৈতিকতায় তিনি পূর্ণ ছিলেন । একটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ আল্লাহ আমাকে নৈতিক গুণ দ্বারা এবং ভাল কাজের পূর্ণতার জন্য পাঠিয়েছেন । (শরহুসুন্নাহ)

২৬) কুরআন শরীফ, সুরা আরাফ, আয়াত নং ১৫৮
২৭) কুরআন শরীফ, সুরা ফুরকান আয়াত নং ১
২৮) চতুর্ভির্ভ্রাতৃর্ভির্দেব করিষ্যামি কলিক্ষয়ম । (কল্কি পুরাণ, অধ্যায় ২, শ্লোক ৫)
২৯) ভাগবত্ পুরাণের ২৪ অবতারের প্রকরণে কল্কি সবথেকে অন্তিম অবতার । (ভাগবত পুরাণ, প্রথম স্কন্ধ, তৃতীয় অধ্যায়, ২৫ নং শ্লোক)
৩০) কল্কি অবতার আওর মুহাম্মাদ সাহব, পৃষ্ঠা ৪১)
৩১) অষ্টৌগুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি, প্রজ্ঞা চ কৌল্লং চ দম শ্রুতংচ ।
পরাক্রমশ্চ বহুভাষিতা চ দানং যথা শক্তি কৃতজ্ঞতা চ । (মহাভারত)
৩২) Modesty and kindness, patience, self deanial and reverted the affections off all around him, P. 525, Life of Muhammed' By Sir William Muir.
৩৩) He was now the Servant, the Prophet, the voice gerent of God.
৩৪) Introduction The speeches of Muhammad By Lanc-Pool Page-24.
৩৫) অসহ উস সিয়র, পৃষ্ঠা ৩৪৩
৩৬) অথ তেষ্যাং ভবিষ্যতি মনাংসি বিশদানি বৈ ।
বাসু দেবাংগরাগাতি পুণ্যগন্ধানিল স্পৃশাম্ । (ভাগবত পুরাণ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২১ নং শ্লোক)
৩৭) পৃষ্ঠা ২০৮, শামায়েলে তিরমিযী, অনুবাদ ঃ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়া (রহঃ)
৩৮) বিচরন্নাশুনা ক্ষোণ্যাং হেয়নাপ্রতিমদ্যুতিঃ ।
নৃপলিঙ্গচ্ছেদো দস্যুক্ষোটিশোনিহনিষ্যতি ।। (ভাগবত পুরাণ, দ্বাদশ স্কন্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২০ নং শ্লোক)
৩৯) হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, জামাউল ফাওয়েদ, পৃষ্ঠা ১৭৮)
৪০) 'He was' says an admiring folowen, the handsomest and bravest, the bright faced and most generous of men., P. 523, The Life of Muhammad'
৪১) হা-মীম-আসসিজদাহ, আয়াত নং ৬ ।
৪২) কল্কি অবতার আওর মুহাম্মাদ সাহব, পৃষ্ঠা ৫৯
৪৩) আর্যসমাজের কিছু পন্ডিত অল্লোউনিষদকে উপনিষদের মধ্যে গণনা করতে অস্বীকার করেন, যদিও তাদের এই তর্কের মধ্যে কোন যুক্তি জোরালো প্রমাণ নেই । সেইজন্য হিন্দু ধর্মের পন্ডিগণ এবং মনীষীগণ অপবাদকারীদের কথার উপর মনযোগ দেন না । গোরখপুরের গীতাপ্রেস হিন্দুধর্মের প্রকাশনীদের মধ্যে সবথেকে বেশী অগ্রগন্য । এখান থেকে প্রকাশিত 'কল্যান' পত্রিকার সংখ্যাগুলিকে অত্যান্ত প্রামানিক বলে মান্য করা হয় । সেখান থেকে বিশেষভাবে 'উপনিষদ সংখ্যায়' ২২০ টি উপনিষদের মধ্যে ১৫ নম্বরে 'অল্লোউনিষদের' উল্লেখ করা হয়েছে । ১৪ নম্বরে রয়েছে অমত বিন্দুপনিষদ এবং ১৬ নম্বরে রয়েছে অবধুতোপনিষদের (পদ্য) উল্লেখ করা হয়েছে । ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়ও অল্লোপনিষদকে উপনিষদের মধ্যে গণনা করেছেন । দেখুন ঃ বৈদিক সাহিত্য ঃ এক বিবেচন, প্রদীপ প্রকাশন, পৃষ্ঠা ১০১, সংস্করণ ১৯৮৯.
৪৪) মারফত সাগর, পৃষ্ঠা ৩৯, শ্রী প্রাণনাথ মিশন, নতুন দিল্লী ।

৪৫) মারফত সাগর, পৃষ্ঠা ১৯, শ্রী প্রাণনাথ মিশন, নতুন দিল্লী ।
৪৬) Gospel of Buddha, By Carus, P. 217
৪৭) It is only a human being can be a Buddha, a can not. (Muhammad in the Buddist Scriptures P. 1)
৪৮) Warren, P. 79
৪৯) The Dhammapada, S.B.E. Vol. X. P. 67
৫০) The Tathagatas are only preachers. (The Dhammapada, S.B.E. Vol. X. P. 67)
৫১) Saddharama – Pundrika, S.B.E. Vol. XXI., P. 225)
৫২) The Life and Teaching of Buddha, Anagarika Dhammapada, P. 84
৫৩) Dhammapada, S.B.E. Vol. X. P. 67
৫৪) Romantic History of Buddha, By Beal, P. 241
৫৫) Dhammapada, S.B.E. Vol. X. P. 64
৫৬) 'ব-ব-জ-দ-ক আ-ইলন ফা আগ্না' (এবং তোমাকে ধনহীন পেয়েছিলাম, পরে তোমাকে ধনবান করেছি)
৫৭) Life of Mahomet – Sir William Muir (Cambridge Edition) P. 545-54)
৫৮) Life of Mahomet – Sir William Muir (Cambridge Edition) P. 547)
৫৯) 'The fare of the desert semed most congenial to him, even when he was sovereign of Arabia.'
The Speeches an table talk of the Prophet Mohammad By Lanepoole
৬০) Mohammad and Mohammadenism By Bosworth Smith, P. 98
৬১) কুরআন শরীফ, সুরা ২, আয়াত ১৩৬)
৬২) কুরআন শরীফ, সুরা ২২, আয়াত ৪)
৬৩) According to some if the modern Buddist Scholars the Bo-tree of the Buddha Maiterya is the Iron wood-tree (Mohammad in the Buddist Scriptures, P. 64)
৬৪) ওয়ামা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতুল্লিল আলামিল (কুরআন শরীফ, সুরা ১১, আয়াত ১০৭) (অর্থাৎ হে নবী আপনাকে সারা দুনিয়ার রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি)
৬৫) In Paradise there is a tree (such) that a rider can not cross its shade even in hundred years. (Mohammad in the Buddhist Scripturess, Page 79)
৬৬) If the turned in conversation towards a friend he turned not partially but with his full face and his whole body. (The Life of Mahammat By William Muir, Page 511, 512)
৬৭) মাসিক কান্তি (দিল্লী), জুলাই ১৯৯৭, পৃষ্ঠা-৩৩, ৩৪)

অনুবাদকের সংগ্রহযোগ্য পুস্তকাবলী

১. তসলিমা নাসরিনের বিচার হোক জনতার আদালতে । (অফ লাইন)
২. ইসলাম কি তরবারীর জোরে প্রসারিত হয়েছে ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৩. এরা আহলে হাদীস না শিয়া ? (অফ লাইন/ অন লাইন)
৪. ওয়াজহুন জাদীদ লি মুনকিরিত তাকলিদ । (অফ লাইন)
৫. আল কালামুস সারীহ ফি রাকআতিত তারাবীহ ।
(৮ রাকাআত তারাবীহর খণ্ডন ও ২০ রাকাআত
তারাবীহর জ্বলন্ত প্রমাণ) (অন লাইন/অফ লাইন)
৬. ওয়াহদাতুল ওজুদের বিরুদ্ধে আহলে হাদীসদের
অপবাদ ও তার খণ্ডন । (অন লাইন)
৭. আহলে হাদীস ফিরকার ফিকহের ইতিহাস ও তার পরিচয় । (অন লাইন)
৮. তিন তালাকের মাসআলা ও হালালার বিধান । (অন লাইন)
৯. সম্রাট আওরঙ্গজেব কি হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন ? (প্রকাশিতব্য)
১০. ধর্ম নিরপেক্ষতা একটি ভ্রান্ত মতবাদ । (প্রকাশিতব্য)
১১. আমরা সবাই মৌলবাদী । (প্রকাশিতব্য)
১২. কবর পুজার ধ্বংসাত্মক ফিৎনা । (প্রকাশিতব্য)
১৩. আমরা সবাই তালিবান । (প্রকাশিতব্য)
১৪. রাম জন্মভূমি না বাবরী মসজিদ ? (প্রকাশিতব্য)
১৫. মুহাররম মাসে তাজিয়াবাজী । (প্রকাশিতব্য)
১৬. মাসআলা আমীন বিল জেহের । (অন লাইন)
১৭. সুন্নাত রসুলে আকরাম ফি কিরাত খলফল ইমাম ।
(ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ) (প্রকাশিতব্য)
১৮. সুন্নাত রাসুলুস সাকলাইন ফি তরকে রফয়ে ইয়াদাইন । (প্রকাশিতব্য)
১৯. তরবারীর ছায়ার তলে জান্নাত । (প্রকাশিতব্য)
২০. গুমরাহীর নায়ক ডা. জাকির নায়েক । (প্রকাশিতব্য)
২১. আকিদা হায়াতুন নবী (সা:) (অন লাইন)
২২ বেদ কি আল্লাহর বানী ? (অন লাইন)
২৩. আসুন সন্ত্রাসবাদের আখড়া মাদ্রাসাগুলোকে আমরা খতম করি । (অন লাইন)
২৪) আমিরুল মুমিনীন মোল্লা মুহাম্মাদ ওমর মুজাহিদ হাফিযাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৫) শহীদে আযম ওসামা বিন লাদেন রাহিমাহুল্লাহ (প্রকাশিতব্য)
২৬) তাযকিরাতুল মুজাহিদীন (প্রকাশিতব্য)

অনূদিত পুস্তক

১. হাদীস এবং সুন্নাতের মধ্যে পর্থক্য । (প্রকাশিতব্য)
[মূল উর্দূ লেখক - হুজ্জাতুল্লাহ ফিল আরদ হযরত আল্লামা আমীন সফদর ওকাড়বী (রহ.)]
২. আহলে হাদীসদের খুলাফায়ে রাশেদীনদের সঙ্গে মতবিরোধ । (প্রকাশিতব্য)

[মূল উর্দূ লেখক - আল্লামা মুহাম্মাদ পালন হাক্কানী (রহ.)]

৩) হযরত মুহাম্মাদ এবং ভারতীয় ধর্মগ্রন্থ [মূল হিন্দি লেখক ড. এইচ. এ. শ্রীবাস্তব] (অন লাইন)

৪) কল্কি অবতার এবং হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) [মূল হিন্দি লেখক ড. বেদ প্রকাশ উপাধ্যায়] (অন লাইন)

পুস্তক সংগ্রহের ঠিকানা

(১) লেখকের বাড়ির ঠিকানায় ।

(২) ওসমানিয়া বুক ডিপো, কোর্ট মসজিদ গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9232609605

(৩) জিয়া বুক ষ্টোর, জিয়াউল মাদ্রাসা গেট, সিউড়ী, বীরভূম ।

(৪) লেখা প্রকাশনী, ৫৭ডি, কলেজ স্ট্রীট, কোলকাতা-৭৩ ।

(৫) বিদ্যার্থী, লোকপুর, হাটতলা, বীরভূম ।

(৬) বাড়াবন (ডাঙ্গালপাড়া) মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা নুরুল আবসারের নিকট । মোবাইল - +91 9679897029

(৭) আমিল হাফিয ওবাইদুল্লাহ সাহেব, বাগোলবাটী, ইলামবাজার, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 9734201012

(৮) মুহাম্মাদ অশিক ইকবাল (আবু ফাহিম), ময়ূরেশ্বর, বীরভূম ।
মোবাইল - +91 7501879668

(৯) রাকিবুল ইসলাম খান, হরিনাজোল, বীরভূম ।

(১০) মাওলানা নজরুল হক সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
মোবাইল - +91 7501879668

(১১) বক্তা হযরত মাওলানা আজাদুর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক দারুল উলুম পান্ডুয়া, হুগলী, মোবাইল - +91 9593589225

(১২) বক্তা হযরত মাওলানা মতিউর রহমান সাহেবের জলসার মাহফিলে ।
শিক্ষক ঘুড়িসা মাদ্রাসা, মোবাইল - +91 9734281395

(১৩) মাওলানা সাউদ আলম, শিক্ষক বাগোলবাটী, ইলামবাজার মাদ্রাসা,
মোবাইল - +91 9933473560

(১৪) মুফতি নজরুল ইসলাম, ইমাম শিউড়ি পুলিশ লাইন মসজিদ ও সম্পাদক বানাত মিশন, শিউড়ি, মোবাইল - +91 9733054943

(১৫) আব্দুল মান্নান, ইলামবাজার, বীরভূম,